ইরানের অন্তবর্তী প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ মোখবের

সারে-জমিন

কথা শিল্পী শরৎচন্দ্রের গ্রামের ভোটে উন্মাদনা

রূপসী বাংলা

রাইসির হেলিকপ্টার বিধ্বস্তের পেছনে কি ইসরায়েলের হাত

সম্পাদকীয়

অলচিকি ভাষা চালুর দাবিতে কলেজে ডেপুটেশন

সাধারণ

সল্টের অভাব পূরণের চ্যালেঞ্জ কেকেআর-এর

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

মঙ্গলবার
২১ মে, ২০২৪
৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১
১২ যিলকদ, ১৪৪৫ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 137 ■ Daily APONZONE ■ 21 May 2024 ■ Tuesday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

প্রভু জগন্নাথ মোদির ভক্ত, বিজেপি নেতার মন্তব্যে বিতর্ক

আপনজন ডেস্ক: সোমবার ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের পঞ্চম দফা এবং ওড়িশা বিধানসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় দফা চলাকালীন সাংবাদিকদের সাথে কথা বলার সময় ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) নেতা সম্বিত পাত্র একটি বড় বিতর্ক সৃষ্টি করেছিলেন। ওড়িশার সংস্কৃতি সম্পর্কে বলতে গিয়ে সম্বিত পাত্র বলেন, "ভগবান জগন্নাথ প্রধানমন্ত্রী মোদীর ভক্ত"। তাঁর এই মন্তব্যের তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে বিরোধীরা, স্থানীয় কংগ্রেস ইউনিট এটিকে ওড়িশার উপর সরাসরি আক্রমণ 'অস্মিতা' (গর্ব) বলে অভিহিত করেছে। ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়েক সম্বিত পাত্রকে ভগবান জগন্নাথকে অপমান করার জন্য নিন্দা করেছেন এবং বলেছেন, বিজেপি নেতার মন্তব্য কোটি কোটি মানুষের বিশ্বাসকে অবমাননা করেছে।

রামকৃষ্ণ মিশন ও ভারত সেবাশ্রমের কাজের প্রশংসা মুখ্যমন্ত্রীর

শুধু রাজনীতিতে লিপ্ত সাধুদের সমালোচনা করেছি: মমতা

আপনজন ডেস্ক: রামকৃষ্ণ মিশন এবং ভারত সেবাশ্রম সংঘের জনহিতকর কাজের প্রশংসা করে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সোমবার বলেছেন, তিনি কোনও প্রতিষ্ঠানের বিরোধী নন। তবে সন্ন্যাসী হওয়া সত্ত্বেও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হওয়ার জন্য দু-একজন ব্যক্তির সমালোচনা করেছেন।

শনিবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ করেছিলেন যে দুই ধর্মীয় সংগঠন রামকৃষ্ণ মিশন ও ভারত সেবাশ্রম সংঘের কয়েকজন মহারাজ'বিজেপির নির্দেশে' কাজ করছেন। এই বিবৃতির পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি মমতার তীব্র সমালোচনা করে অভিযোগ করেন, মমতা "মুসলিম চরমপন্থীদের চাপের মুখে" রয়েছেন এবং তৃণমূলের ভোট ব্যাংককে 'খুশি' করার জন্য এই সামাজিক-ধর্মীয় সংগঠনগুলিকে হুমকি দিচ্ছেন। তবে সোমবার বাঁকুড়ার ওন্দায় এক নির্বাচনী জনসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, আমি রামকৃষ্ণ মিশনের বিরোধী নই, আমি কেন কোনও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে থাকব বা অপমান করব? তিনি বলেন, আমি নির্দিষ্ট দু-একজনের কথা বলেছি।

মুখ্যমন্ত্রী ভারত সেবাশ্রম সংঘের প্রশংসা করে বলেন, এই সংঘ মানুষের জন্য কাজ করে এবং তারাও তাকে ভালোবাসে।

মমতা বলেন, আমি কার্তিক মহারাজের কথা বলেছি, উনি তৃণমূল কংগ্রেস এজেন্টকে রেজিনগরের একটি বুথে বসতে দেননি। মুর্শিদাবাদ জেলার ভারত সেবাশ্রম সংঘের মহারাজ বিজেপির হয়ে কাজ করছিলেন বলে দাবি করে মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেন, কয়েক সপ্তাহ আগে রেজিনগরে যখন দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ হয়, তখন তিনি মানুষকে উস্কানি দিয়েছিলেন।

কংগ্রেস নেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরীর সঙ্গে জোট বেঁধেছেন বলে অভিযোগ করে মমতা বলেন, উনি যদি বিজেপি করতে চান, তবে তার ব্যাজ পরে তা করতে হবে।

অতীতে রামকৃষ্ণ মিশনের জন্য তাঁর প্রীতির কথা উল্লেখ করে মমতা বলেছিলেন, তিনি কলকাতা পৌরসভা অধিগ্রহণ করে কলকাতায় স্বামী বিবেকানন্দের বাড়িটি বিক্রি হওয়া থেকে বাঁচিয়েছিলেন। মমতা আরও বলেন, মেট্রো রেল স্টেশন থেকে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে যাওয়ার স্কাইওয়াক তৈরি করা ছাড়াও দার্জিলিংয়ে ভগিনী নিবেদিতা যে বাড়িতে থাকতেন, সেই বাড়িটিও তিনি রক্ষা করেছিলেন।

ইন্ডিয়া জোট প্রসঙ্গে মমতা বলেন, বাংলা ইন্ডিয়া জোটকে 'নেতৃত্ব' দেবে এবং বিজেপিকে দিল্লি থেকে 'ছুড়ে ফেলে' দেবে।

বিষ্ণুপুরের তৃণমূল প্রার্থী সুজাতা মণ্ডল ও বাঁকুড়ার প্রার্থী অরূপ চক্রবর্তীর সমর্থনে প্রচারে গিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পাঁশকুড়ায় ঘাটালের তৃণমূল প্রার্থী দেবের পক্ষে আরেকটি জনসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি বলেন, তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বাধিক সংখ্যক আসন নিশ্চিত করবে যাতে কেন্দ্রে সরকার গঠনের সময় তারা বিরোধী ইন্ডিয়া জোটকে 'পুরোপুরি সহায়ক' করতে পারে।

মমতা বলেন, এটি দিল্লির ভোট। আমরা যদি আপনাদের ভোটে প্রতিটি আসন জিততে পারি তবে আমরা ইন্ডিয়া জোট দ্বারা গঠিত সরকারকে পুরোপুরি সহায়তা করতে পারি। প্রধানমন্ত্রী মোদীর গ্যারান্টি অসত্য বলে দাবি করে মমতা বলেন, আপনি কি আপনার অ্যাকাউন্টে প্রতিশ্রুত ১৫ লক্ষ টাকা পেয়েছেন? তারা যা বলে আর যা করে তার মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই। বিরোধী দলগুলির বিরুদ্ধে নিয়োগ আটকে দেওয়ার অভিযোগ তুলে তিনি বলেন, রাজ্য সরকার ১০ লক্ষ চাকরি দিতে প্রস্তুত রয়েছে। মমতা দৃঢ়তার সাথে বলেন, আদিবাসী ও তফসিলি জাতির সংরক্ষণ কেউ কেড়ে নিতে পারে না কারণ এটি সাংবিধানিক গ্যারান্টি।

রক্তপাত ছাড়াই এ রাজ্যে নির্বিঘ্নে পঞ্চম দফার ভোট

আপনজন ডেস্ক: কয়েকটি বিক্ষিপ্ত ঘটনা ছাড়া রাজ্যে পঞ্চম দফার ভোট নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হল সোমবার। বিকেল ৫টা পর্যন্ত বাংলায় ভোট পড়ল ৭৩ শতাংশ। বনগাঁয় ৭৫.৭৩ শতাংশ। ব্যারাকপুর ৬৮.৮৪ শতাংশ। হাওড়ায় ৬৮.৮৪ শতাংশ। উলুবেড়িয়া ৭৪.৫০ শতাংশ। শ্রীরামপুরে ৭১.১৮ শতাংশ। হুগলিতে ৭৪.১৭ শতাংশ। আরামবাগে ৭৬.৯০ শতাংশ। সোমবার পঞ্চম দফায় পশ্চিমবঙ্গের সাতটি লোকসভা কেন্দ্রে দুপুর ১টা পর্যন্ত ১,২৫,২৩,৭০২ জন ভোটারের মধ্যে মোট ৪৮.৪১ শতাংশ ভোট দিয়েছেন বলে নির্বাচন কমিশনের এক আধিকারিক জানান।

উত্তর ২৪ পরগনার ইছাপুরের একটি বুথে ভোটারদের লম্বা লাইন।

প্রিসাইডিং অফিসারের অভিযোগের ভিত্তিতে ব্যারাকপুরের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং পোলিং এজেন্টকে বুথ থেকে সরিয়ে দেওয়ার ঘটনা ঘটে। যদিও ব্যারাকপুরের একাধিক বুথে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ায় মোমবাতির আলোয় চলে ভোটগ্রহণ। হাওড়ার উনসানি ষষ্ঠীতলা এলাকায় ধুন্ধুমার বিজেপি এবং তৃণমূল কর্মীদের মধ্যে। লিলুয়ার ভারতীয় হিন্দি হাইস্কুলের একটি বুথে ভোটারদের কাছ থেকে অভিযোগ আসে, যে বাড়িতে তাঁরা থাকতেন, সেখানে স্থানীয় তৃণমূল কর্মীরা তালাবন্ধ করে দিয়েছেন। কুইক রেসপন্স টিম ৬০-৭০ জন ভোটারকে উদ্ধার করে ভোটকেন্দ্রে নিয়ে যায় এবং পরে বাড়ি ফিরে আসে। জড়িতদের গ্রেফতারের নির্দেশ দিয়েছে স্থানীয় পুলিশ। পাঁচলায় সিপিএম ক্যাম্প অফিসে হামলা চালানো হয় বলে অভিযোগ করা হয়েছে। সিপিএম প্রার্থী সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায় বলেন, কেন্দ্রীয় বাহিনী অনুপস্থিত। সালকিয়ায় সিপিএমের এরিয়া কমিটির অফিসে ভাঙচুরে অভিযোগ করা হয়েছে।

বনগাঁয় মহিলা ভোটারদের সঙ্গে বাহিনীর অভব্য আচরণের অভিযোগ তোলেন তৃণমূল প্রার্থী বিশ্বজিৎ দাস। হুগলির শ্রীরামপুরে সকাল থেকে সিপিএম এজেন্টদের ঢুকতে দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ ওঠে। সেই বুথে কীভাবে ৪০ শতাংশ ভোট পড়ল, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন সিপিএম প্রার্থী দীপ্সিতা ধর। ভোটাররা আসল কিনা তা যাচাই করার জন্য সিসিটিভি ফুটেজ দেখানোর দাবি জানান তিনি।

নদিয়ার কল্যাণী বিধানসভার গয়েশপুরের ২৪৫ নম্বর বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনীর লাঠিচার্জের অভিযোগ তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী সমর্থকদের ওপর। এই ঘটনায় বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন তাঁরা। পরবর্তীতে আরো পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে এলে পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন তৃণমূল কর্মী সমর্থকেরা। তাদের অভিযোগ তারা এলাকাতেই বসেছিলেন। তখন একজন পুলিশ আধিকারিক ও বেশ কিছু কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা এসে তাদের ওপর অতর্কিত হামলা চালায় এবং লাঠিচার্জ করে। এমনটাই অভিযোগ ঘটনায় আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের। দীর্ঘ আলোচনার পর পরবর্তীতে বিক্ষোভ তুলে নেন তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকেরা।

বৃন্দাবন ফেরত যাত্রীদের বাসে আগুন, প্রায় ৫৪জন যাত্রীর প্রাণ রক্ষা করলেন মুসলিমরা

মথুরা ও বৃন্দাবন ফেরত তীর্থযাত্রীদের প্রাণরক্ষা মুসলিমদের ভূমিকার কথা জানাচ্ছেন নুহের বিধায়ক আফতাব আহমেদ

আপনজন ডেস্ক: সাহস ও ভ্রাতৃত্ববোধের হৃদয়গ্রাহী প্রদর্শনীতে, মেওয়াত অঞ্চলের মুসলমানরা শনিবার একটি বাসে ভ্রমণকারী কয়েক ডজন বৃন্দাবন ও মথুরা ফেরত তীর্থযাত্রীকে উদ্ধার করেছে, যা শনিবার আগুনে পুড়ে যায়। প্রায়শই সাম্প্রদায়িক সহিংসতা এবং গণপিটুনিতে জর্জরিত মেওয়াতের নুহ বিধানসভা এলাকায় এই ঘটনা সম্প্রীতির নিদর্শন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এই ঘটনাটি ঘটেছে গত শনিবার রাত দুটোর সময়। উত্তরপ্রদেশের হিন্দুদের পবিত্র শহর বৃন্দাবন থেকে তীর্থযাত্রীদের বহনকারী একটি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বাস। মেওয়াত অঞ্চলের ধুলাভাত গ্রামের টোল গেটের কাছে বাসটিতে আগুন লেগে যায়। ফলে দশজন তীর্থযাত্রী প্রাণ হারান ও বহু যাত্রী আগুনে জখম। কিন্তু স্থানীয় মুসলমানদের সাহসী পদক্ষেপের জন্য বহু তীর্থযাত্র রক্ষা পান। বাসটিতে ৬৪জন যাত্রী ছিলেন। এদের মধ্যে প্রায় ১০ প্রাণ হারলেও বাকিদের নিরাপদে উদ্ধার করেন স্থানীয় মুসলিমরা। বীরত্বপূর্ণ উদ্ধারের বিবরণ নুহের বিধায়ক আফতাব আহমেদ সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করেছেন। গ্রামবাসীদের নিঃস্বার্থ প্রচেষ্টারও প্রশংসা করেছেন বিধায়ক। আফতাব আহমেদ বলেন, পাঞ্জাবের জলন্ধর থেকে কয়েক ডজন মানুষ সাত দিনের ধর্মীয় তীর্থযাত্রা শেষ করে বৃন্দাবন থেকে বাসে করে ফিরছিলেন।

আমাদের গ্রাম ধুলাভাতের টোল গেটের কাছে বাসটিতে আগুন লেগেছিল এবং কয়েক ডজন যাত্রী প্রাণের ঝুঁকিতে ছিলেন। গ্রামবাসীরা সাহসিকতার সঙ্গে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন এবং যাত্রীদের উদ্ধারের চেষ্টা করেন। দুঃখের বিষয়, গুরুতর দগ্ধ হওয়ায় দশজনকে জনকে বাঁচানো যায়নি। বাকিরা গুরুতর আহত হয়েছেন। তিনি বলেন, কিছু যাত্রীকে শহীদ হাসান খান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে। কয়েকজনকে রোহতক মেডিক্যাল কলেজে পাঠানো হয়েছে। এই দুঃখজনক মুহূর্তে আমরা ভুক্তভোগী ও তাদের পরিবারের পাশে আছি। তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ভিডিও শেয়ার করেছেন, পরিস্থিতির ভয়াবহতা দেখিয়েছেন এবং উল্লেখ করেছেন যে শান্তি নামে এক মহিলাকে তার গুরুতর অবস্থার কারণে রোহতকের পিজি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। আহমেদ বিলম্বিত হস্তক্ষেপের জন্য স্থানীয় প্রশাসনের সমালোচনা করেন।

উল্লেখ্য, সমাজের কিছু অসাধু অংশ মেওয়াতের ভ্রাতৃত্ব ভাঙার জন্য সব সময় নানা ধরনের গুজব ছড়ায়। কখনও অভিযোগ ওঠে যে বেশিরভাগ গরু জবাইয়ের ঘটনা এখানে ঘটে, আবার কখনও বলা হয় এই এলাকা গুন্ডাদের আস্তানা। এই বীরত্বপূর্ণ কাজটি মেওয়াতের সাম্প্রতিক সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার ইতিহাসের সম্পূর্ণ বিপরীতে দাঁড়িয়েছে। গত বছর এই নুহ বিধানসভা এলাকা ধর্মীয় তীর্থযাত্রার পরে এই অঞ্চলটি বড় আকারের সহিংসতার সাক্ষী হয়ে দাঁড়ায়। যার ফলে অসংখ্য প্রাণহানি, যানবাহনে অগ্নিসংযোগ এবং একজন ইমামের মর্মান্তিক হত্যার ঘটনা ঘটেছিল। তা সত্ত্বেও, মুসলিম দ্বারা হিন্দু তীর্থযাত্রীদের রক্ষা সম্প্রীতির অনন্য নিদর্শন।

আরএসএস আমার ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলেছে, অবসর নিয়েই বললেন বিচারপতি

আপনজন ডেস্ক: আরএসএস আমার ব্যক্তিত্বকে গড়ে তুলেছে, বললেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারবিভাগীয় পরিষেবা থেকে অবসর নেওয়া কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি চিত্তরঞ্জন দাশ। তাঁর ব্যক্তিত্ব গঠনের কৃতিত্ব দিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ বা আরএসএসকে।

সোমবার কর্ম জীবনের শেষ দিনে বিচারপতি দাশ বলেন, আরএসএসের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক তাঁর শৈশবের দিনগুলিতে, যখন তিনি এই সংগঠনের সদস্য ছিলেন। তাঁর মতে, আরএসএসের পাঠ তাঁকে সাহসী ও ন্যায়পরায়ণ করে তুলেছিল, পাশাপাশি অন্যের প্রতি সমান দৃষ্টিভঙ্গি রাখার মূল্য শিখিয়েছিল।

তিনি আরও বলেন, আরএসএস থেকে তিনি সবচেয়ে বড় যে পাঠটি পেয়েছিলেন তা হ'ল "কাজের প্রতি উৎসর্গ" এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণভাবে দেশপ্রেম।

তবে একই সঙ্গে বিচারপতি দাশ উল্লেখ করেছেন, তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে আরএসএস থেকে নিজেকে দূরে রেখেছেন যেহেতু তিনি বিচার বিভাগীয় চাকরিতে প্রবেশ করেছিলেন যাতে কোনও অনুভূত পক্ষপাতিত্ব এড়ানো যায়। তার মতে, তিনি বিচারপ্রার্থীদের রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা নির্বিশেষে বিচারক হিসাবে তাঁর নিরপেক্ষতার অবস্থান বজায় রেখেছিলেন, যার মামলা তিনি শুনেছেন।

বিচারপতি দাশ ১৯৯৯ সালে ওড়িশা জুডিশিয়াল সার্ভিসে তার বিচারিক জীবন শুরু করেছিলেন। ২০২২ সালের জুন মাসে তিনি কলকাতা হাইকোর্টে বদলি হন।

প্রথম নজর

উলুবেড়িয়ায় উৎসবের মেজাজে ভোট

সুরজীৎ আদক ● উলুবেড়িয়া

আপনজন: হাওড়া গ্রামীণ জেলার উলুবেড়িয়ার লোকসভা কেন্দ্রে মোটের উপর শান্তিতে ভোটপর্ব অনুষ্ঠিত হয়েছে। ভোটের দিনে বড় কোনওরকম অশান্তির খবর পাওয়া যায়নি।
উলুবেড়িয়ার যদুরবেড়িয়া বালিকা বিদ্যালয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে লাইন দিয়ে ভোট দিলেন ওই লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী সাজদা আহমেদ। অন্যদিকে উলুবেড়িয়া হাইস্কুলের ২২১ নং বুথে ইভিএম যন্ত্র বিগড়ে যায়। ফলে ভোট শুরু হতে প্রায় দুঘন্টা দেরি হয়। ওই কেন্দ্রেই ভোট দিতে এসেছিলেন বিজেপি প্রার্থী অরুণউদয় পাল চৌধুরী। যদিও বিজেপি প্রার্থীরও ভোট দিতে দেরি হয়ে যায়!
নির্বাচন কমিশন সূত্রের খবর মোট ৩০ টি বুথে ইভিএম বিগড়ে যায়। উলুবেড়িয়ার ভোট কেন্দ্র থেকে ভোট দিয়ে বেরিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী সাজদা আহমেদ জানান, উলুবেড়িয়ার মানুষ আমাকে দুহাত ভরে আশীর্বাদ ও দোয়া করেছেন। তাই আগামী ৪ঠা জুন রেজাল্ট বেরোলে আমি আশাবাদী গতবারের তুলনায় বেশি ভোটে জিতবো।

আইএসএফ তৃণমূলের সংঘর্ষ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: হাওড়া জগৎবল্লভপুর বড়গাছিয়া ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের ৮৭ এবং ৮৮ নম্বর বুথে আইএসএফ এবং তৃণমূল কংগ্রেসের মধ্যে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এক সংঘর্ষ। হয় আইএসএফের অভিযোগ, পনেরো ষোলজন দুষ্কৃতি এসে তাদের মারধর করে। এমনকি তাদের ক্যাম্প অফিসের চেয়ার-টেবিল ভাঙচুর করা হয় বলেও অভিযোগ তাঁদের। যদিও তৃণমূল সেই অভিযোগ অস্বীকার করেছে।

জুন মালিয়ার সমর্থনে মমতার পদযাত্রা

সেখ মহম্মদ ইমরান ● মেদিনীপুর

আপনজন: একদিকে চলছে পঞ্চম দফার ভোট আর অন্যদিকে ষষ্ঠ দফার নির্বাচনের শেষ প্রচার।এদিন মেদিনীপুর লোকসভার প্রার্থী জুন মালিয়ার সমর্থনে প্রচারে এসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বাঁকুড়া এবং পাঁশকুড়া সভা শেষ করার পরেই হেলিকপ্টারে করে মেদিনীপুরের কলেজ মাঠে উপস্থিত হয়েছিলেন। বেলা চারটার আগেই মিছিল শুরু হয়ে যায়। তিনি হেঁটে প্রার্থী জুন মালিয়াকে নিয়ে কালেক্টরেট মোড় থেকে রোড শো শুরু করেন। কিছুটা গিয়ে থমকে যায় মিছিল। প্রায় মিনিট পাঁচেক দাঁড়িয়ে থাকেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার থেকে কিছুটা দূরে কর্মী সমর্থকরা ছিল। তাই মিছিল কিছুটা ফাঁকা লাগছিল। তিনি জেলা সভাপতি সুজয় হাজরা কে ডেকে কিছু জিজ্ঞেস করেন। জেলা সভাপতি জানান লোক পেছনে রয়েছে। যদিও সে সময় পেছনে কিছু লোক দৌড়ে দৌড়ে আসে মমতা রোড শো তে অংশ নিতে। এরপর পুলিশের সংখ্যা ভজিয়ে কয়েক কিলোমিটার পথযাত্রা শেষ করেন করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি।

বৃষ্টি উপেক্ষা করে হাজী নুরুলের মিছিল

মনিরুজ্জামান ● হাড়োয়া

আপনজন: সোমবার পঞ্চম দফার ভোট শেষের মধ্যে দিয়ে রাজনৈতিক তাপউত্তাপ ছড়িয়ে পড়ছে শেষ দু'দফার ভোটে।ভোট যত শেষের দিকে এগিয়ে আসছে রাজনৈতিক দলগুলো ততই প্রচারের ঝাঁঝ বাড়াচ্ছে।আবহাওয়া দপ্তরের আগাম সতর্কবার্তা ছিল সোমবার থেকে ঝড়বৃষ্টির। নির্বাচনের এই মধ্যগগনে বৃষ্টির জন্য বসে থাকলে রাজনৈতিক দলগুলোর চলবে কেন। সেইজন্য সোমবারের এই বৃষ্টিকে উপেক্ষা করেই বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী হাজী সেখ নুরুল ইসলামের উপস্থিতিতে হাড়োয়া বিধানসভা এলাকার শাসনের খড়িবাড়ি বাজার থেকে হাড়োয়া খাল পর্যন্ত এক মহামিছিল অনুষ্ঠিত হয়। প্রার্থী হাজী সেখ নুরুল ইসলাম উপস্থিতি কর্মীদের ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ উচ্ছ্বাস প্রমাণ করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নকে হাতিয়ার করে বাংলায় অত্যন্ত ভালো ফল করবে তৃণমূল কংগ্রেস। বসিরহাট নির্বাচনী কোর কমিটির অন্যতম সদস্য তথা জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ পীরজাদা হাজী একেএম ফারহাদ বলেন, উন্নয়নের প্রতীক হলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শান্তি সম্প্রীতি উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে সাধারণ মানুষের মা মাটি মানুষের দলের প্রতি বিপুল জনসমর্থন আছে। ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি শম্ভুনাথ ঘোষ বলেন, এই ব্লক থেকে ব্যাপক মার্জিনে লিড করবে দল। এদিনের এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন মান্নান আলি,সাহাবুদ্দিন আলি,মহঃ মনিরুল ইসলাম, ইফতেখারউদ্দিন, আছের আলি মল্লিক,সহিদুল ইসলাম, তৃষ্ণা পাত্র,আসাদ আলি, হাফিজুর রহমান, রবিউল ইসলাম প্রমুখ।

তুমুল বৃষ্টিতে তাল কাটলেও মোটের উপর ভোট শান্তিপূর্ণ

এম মেহেদী সানি ● বনগাঁ

আপনজন: রাজ্যে পঞ্চম দফার লোকসভা নির্বাচনে ৭ কেন্দ্রে শ্রীরামপুর, ব্যারাকপুর, বনগাঁ, হাওড়া, উলুবেড়িয়া, হুগলি ও আরামবাগে ভোটগ্রহণ সম্পন্ন হল সোমবার। কিছু জায়গায় বিক্ষিপ্ত অশান্তি ছাড়া শান্তিপূর্ণভাবেই শেষ হল পঞ্চম দফার লোকসভা নির্বাচন। দিনের মাঝখানে তুমুল বৃষ্টি তাল কাটলেও তা থামতেই বুথে ফের ভিড় জমান ভোটাররা। বিকেল ৫টা পর্যন্ত সাত কেন্দ্রে মোট ভোট পড়েছে ৭৩ শতাংশ। যার মধ্যে আরামবাগে ৭৬.৯০ %, বনগাঁ ৭৫.৭৩ %, ব্যারাকপুর - ৬৮.৮৪ %, হুগলি - ৭৪.১৭ %, হাওড়া - ৬৮.৮৪ %, শ্রীরামপুর - ৭১.১৮ %, উলুবেড়িয়া - ৭৪.৫০ %। নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, সোমবার বিকাল সাড়ে ৪টে পর্যন্ত বাংলার সাত লোকসভা কেন্দ্র মিলিয়ে মোট ১৯১৩টি অভিযোগ জমা পড়েছে।
তৃণমূল ভবনে সাংবাদিক বৈঠকে সাত কেন্দ্রের ভোটের প্রতিক্রিয়ায় মন্ত্রী ডাঃ শশী পাঁজা বললেন, মোটের উপর ভোট শান্তিপূর্ণ হয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষেই ভোট হয়েছে। বিজেপি কিছু জায়গায় অশান্তি ও তৃণমূলের বদনামের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছে। তবে কেন্দ্রীয় বাহিনীর ভূমিকা নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রশ্ন উঠে গিয়েছে।
বনগাঁর কুমুদিনী গার্লস হাই স্কুলে ২৪৫ ও ২৪৬ নম্বর বুথে সেন্ট্রাল বাহিনী বিজেপির হয়ে কাজ করছে বলে অভিযোগ করেন তৃণমূল প্রার্থী বিশ্বজিৎ দাস। ওই একই বিদ্যালয়ে ২৫০ নম্বর বুথে পরে কেন্দ্রীয় বাহিনীর বাঁধার মুখে পড়েন বিশ্বজিৎ দাস। বুথে ভোট প্রক্রিয়া দেখতে ঢুকতে যাওয়ার সময় তাকে বাধা দেওয়া হয়।
পরে অবশ্য বিশ্বজিৎ দাস তার বুথের ভিতরে ঢোকার অধিকার আছে বলে আইনের বিষয়ে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে জানানোর পর তারা ঢুকতে দেয় । এ দিন সকালে বনগাঁ লোকসভার গোপালনগরের কিরণবালা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১২২ নম্বর বুথে ভোট দেন তৃণমূল প্রার্থী বিশ্বজিৎ দাস । ভোট দিয়ে বেরিয়ে তিনি জানান কিছু জায়গায় ইভিএম খারাপের খবর সামনে আসছে তবে সব জায়গায় শান্তিপূর্ণই ভোট হচ্ছে । পাশাপাশি তিনি বলেন 'আমি বিপুল ভোটে জিতছি ।'
অন্যদিকে ভোটের লাইনে দাঁড়িয়ে শান্তনু ঠাকুর জানান, তার এলাকায় মোটামুটি শান্তিপূর্ণ ভোট চলছে । তবে একাধিক বুথে তৃণমূলের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসের অভিযোগও তুলেছেন তিনি।

বিজেপির জনসভার সঙ্গে টেক্কা দিতে ১২ কিমি দূরত্বে সুজাতার মিছিল

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: ১২ কিলোমিটার দূরত্বের মধ্যে একটি তৃণমূল কংগ্রেসের মিছিল ও একটি বিজেপির জনসভা। তৃণমূলের মিছিলে কুড়ি থেকে ২৫ হাজার মানুষের ঢল। আর বিজেপির জনসভায় অসমের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত বিশ্বাস শর্মা বিজেপির বিষ্ণপুর প্রার্থী সৌমিত্র খানের সমর্থনে জনসভা মানুষের দেখা সেভাবে মেলেনি মেরে কেটে হাজার খানেক লোকের উপস্থিতি। খণ্ডঘোষের সিপটা ঢাল থেকে বর্ধমান আরামবাগ রোডে সেহারা বাজার পর্যন্ত তৃণমূলের মিছিলে জনজোয়ারে পরিণত হয় তাতে সুজাতা মন্ডলের পঁচিশে মে এর ভোট তৃণমূল কংগ্রেসকে বাড়তি অক্সিজেন যোগাবে বলেই মনে করা হচ্ছে। কিছু দূরে আসামের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত বিশ্বাস শর্মা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ গার করে ধর্মীয় বিভাজনের চূড়ান্ত পরকাষ্টা দেখিয়ে গেলেন। সংখ্যালঘু মুসলমানদেরকে কি চোখে বিজেপি ও অসমের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত বিশ্ব শর্মা সেটা তার বক্তব্যে প্রমাণ করলেন। অন্যদিকে সুজাতা মন্ডল মিছিল শেষে বক্তব্যে একই বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু মুসলমান মুসলিম যার নয়ন মনি হিন্দু তাহার প্রাণ গেয়ে সম্প্রীতির বার্তা দেন। বক্তব্যের মাধ্যমে সুজাতা বোঝাতে চান, তাকে যদি বিষ্ণুপুর লোকসভায় জয়যুক্ত করা হয় পাঁচটা বছর এই এলাকার মানুষের ক্রীতদাসী হিসেবে কাজ করবেন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি ও অভিষেক ব্যানার্জির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন বিষ্ণুপুর লোকসভাকে তৃণমূল কংগ্রেসের ঝুলিতে তুলে দিতে পারলে তবেই তিনি ক্ষান্ত হবেন। তিনি বলেন, ভোর সন্ধ্যাবেলায় ভূত পেতের নাম নেন না নিতেও চান না সৌমিত্র খানকে কটাক্ষ করে এবং বিভিন্ন ধর্মীয় অবমাননার কথা তুলে ধরেন সুজাতা মন্ডল। আজকের মিছিল সম্পূর্ণ ভাবে যার নেতৃত্বে হয়েছে তিনি খন্ডঘোষ তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক প্রেসিডেন্ট তথা পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের অধ্যক্ষ অপার্থিব ইসলাম। এত মানুষের মিছিলে অংশগ্রহণ করার জন্য অপার্থিব ইসলামের প্রতি প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। মিছিলে রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, প্রাক্তন বিধায়ক উজ্জ্বল প্রমানিক, পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের সহ-সভাধিপতি গার্গী নাহা, জেলা পরিষদের মেন্টর মোহাম্মদ ইসমাইল, পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ কর্মধক্ষ বিশ্বনাথ রায়, খন্ডঘোষ তৃণমূলের যুব প্রেসিডেন্ট শুভেন্দু পাল সহ অসংখ্য তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব ও সমর্থকরা উপস্থিত হয়েছিলেন। হাজারে হাজারে মানুষের এই ঢল দেখে সুজাতা মন্ডলের মুখে চওড়া হাসি । শেষ লগ্নের সুজাতা মন্ডলের প্রচার এক অন্য মাত্র এনে দেয়। ব্যান্ডের তালে তালে নৃত্য করতে করতে এবং বিভিন্ন ধরনের ফ্লেক্স , ব্যানার , ট্যাবলো নিয়ে মিছিলে তৃণমূল কর্মী সমর্থকদের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো।

মেমারিতে পথদুর্ঘটনায় মৃত যুবক

আনোয়ার আলি ● মেমারি

আপনজন: পূর্ব বর্ধমান জেলার মেমারির নুদীপুর সংলগ্ন এলাকায় পথ দুর্ঘটনায় মৃত এক যুবক। মৃত যুবকের নাম সুমন্ত হেমরম, বয়স আনুমানিক ২৮ বছর, এবং মৃত যুবকের বাড়ি, হুগলি জেলার ধনেখালি থানার হাজিপুর কলাপাড়া এলাকায়।
এদিন সোমবার দুপুর প্রায় ১টা ২০ মিনিট নাগাদ ঘটে এই দুর্ঘটনা। স্থানীয় সূত্রে জানা যায় নুদিপুর সংলগ্ন এলাকায় এক যুবক রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে ছিলেন। হঠাৎ ডাম্পারের সামনে এসে পড়লে ঘটে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা, ডাম্পারের চাকায় পিষ্ট হয়ে যায় যুবকটি। ঘটনাস্থলে আসে মেমারি থানার পুলিশ।পুলিশ এসে ডাম্পারের চাকায় পিষ্ট যুবককে মেমারি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক যুবককে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ওষুধ-পরীক্ষায় গরিবদের ছাড় রসখোয়ার

মুহাম্মদ জাকারিয়া ● করণদিঘী

আপনজন: অত্যন্ত পিছিয়ে পড়া এলাকা ও গরিব মধ্যবিত্ত জনসাধারণের দিকে লক্ষ্য রেখে রক্ত পরীক্ষার ওপর এবং ওষুধের ওপর বিশেষ ছাড় ঘোষনা করেছে রসাখোয়া 'রুবি মেডিকেল হলে'। উত্তর দিনাজপুর জেলার করণদিঘী ব্লকের রসাখোয়া কামিল উদ্দিন মার্কেটে অবস্থিত রুবি মেডিকেল হল ও প্রস্তাবিত জি.এম নার্সিংহোম, ডায়াগনস্টিক সেন্টার ও পলিক্লিনিক এ স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ থেকে শুরু করে মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ ও সমস্ত রকম চিকিৎসা করা হয়। রসাখোয়া রুবি মেডিকেল হল' এর প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ সেরাজুল ইসলাম বাবলু জানান, মানুষকে সেবা করার উদ্দেশ্যে এই ব্যবস্থা করেছি।

লোডশেডিং-এর মধ্যে চলেছে ভোটগ্রহণ পর্ব

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বনগাঁ

আপনজন: উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রে সোমবার দুপুরে হঠাৎ ঝড়ে লণ্ডভণ্ড হয়ে যায় ভোটগ্রহণ কেন্দ্র। আতঙ্কে বুথ ছাড়লেন একাধিক ভোটাররা। পঞ্চম দফায় সকাল থেকেই নির্বিঘ্নে ভোট হচ্ছিল বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রে। হঠাৎই প্রবল জোরে হাওয়া বইতে থাকে ।শুরু হয় বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টি। মুহূর্তের মধ্যে ভেঙে পড়ে বাগদার মশ্যমপুর ভোট কেন্দ্রের আশেপাশের অস্থায়ী ছাউনি ও রাজনৈতিক দলের অস্থায়ী ক্যাম্প গুলি। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, প্রবল বেগে হাওয়া বইতে থাকে। ঝড়ের দাপটে ভোট কেন্দ্র ছেড়ে যে যার মত যে যার মত দৌড়ে পালান। কিছু ভোটাররা ভোট কেন্দ্রের মধ্যে আশ্রয় নেন। পাশাপাশি গাইঘাটার ঝাউডাঙ্গা পঞ্চায়েতের আংরায়েলের ২১৭ নম্বর বুথে প্রবল ঝড় বৃষ্টির কারণে ভোট গ্রহণ বন্ধ হয়ে যায়। অন্যদিকে,বুথ নাম্বার ১৭৬ ব্যারাকপুর লোকসভা কেন্দ্র এলাকায় বজ্রবিদ্যুৎ সহ ঝড় বৃষ্টির কারণে লোডশেডিং হয়ে যায় বুথের মধ্যে। লোডশেডিং এর কারনে এক প্রকার অন্ধকারেই ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া চলতে থাকে ভাটপাড়া পৌরসভার ৩৫ নম্বর ওয়ার্ডের শ্রীরামপুর প্রাইমারি স্কুলে। এখানে ২৩৪,২৭৫, ২৭৬ নম্বর বুথ রয়েছে। সেই সমস্ত বুথে মোমবাতি জ্বালিয়ে ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া চালু রাখা হয়। অল্প আলোয় ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়া চলছে ধীরগতিতে। সে কারণে প্রায় তিন ঘন্টা ধরে লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়।

বিশ্ব উষ্ণায়নের বার্তা দিতে দুই যুবকের সাইকেলে অমরনাথ যাত্রা

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন.ঝড় তুফান মাথায় নিয়ে বিশ্ব উষ্ণায়নের বার্তা দিতে এবং অমরনাথ ও কৃত্তিবাস দুই তীর্থস্থানের মেলবন্ধন ঘটাতে নদীয়ার ফুলিয়া থেকে দুই যুবকের সাইকেলে দুর্গম অমরনাথ যাত্রা ভারতের বিভিন্ন তীর্থস্থানে সারা বছর যাতায়াত থাকলেও অমরনাথ যাত্রা আজও বেশ দুর্গম!
রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে বছরে বিশেষ এক সময় অনুমতি মেলে তাও নিয়ম কানুন মেনে।
আর সেই দুর্গম জয় করার স্বপ্ন নদীয়ার ফুলিয়ার বিবেকানন্দ কলোনির বিশ্বজিৎ সরকার এবং তার পিসতত ভাই পবিত্র রায়ের। তাও আবার দশ রাজ্য পার হয়ে আনুমানিক প্রায় তিন হাজার কিলোমিটার পথ অতিক্রম করার মনোবাঞ্ছা সাইকেল চালিয়ে।
যদিও অভিজ্ঞতা বলতে তারাপীঠ এবং গতবছর দার্জিলিং তবে পরিবেশের বার্তা দিতে অবশ্যই সাইকেল চালিয়ে।
অত্যন্ত নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের বিশ্বজিৎ এবং পবিত্র পড়াশোনা শেষ করে ভূমিহীন কৃষি শ্রমিক পিতার কাজে সহযোগিতা করে থাকে। ভোলা মহেশ্বর এর প্রতি অগাধ ভক্তিতেই এই সিদ্ধান্ত বলে জানিয়েছে পরিবার। তাদের পরবর্তী ইচ্ছা কেদারনাথ, তবে আগামী বছর ভাষা দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশের ঢাকেশ্বরীতে যাওয়ার। তবে এবারের অমরনাথ যাত্রার ক্ষেত্রে আজ রওনা দেয়ার পর আগামী ১৫ই জুলাই এর মধ্যে সেখানে পৌঁছাতে পারবেন বলেই তাদের অনুমান। যাওয়ার সময় জম্মুর একটু জায়গা থেকে আর্মিদের যাতায়াতের একটি রাস্তা ঘরেই খেলা যেতে চান তবে তা অনুমতি মিলবে কিনা তা এখনো ঠিক নেই তবে বিকল্প পথ হিসাবে বান্টন হয়ে সঙ্গম বেস ক্যাম্পে সাইকেল রেখে পায়ে হেঁটেই যেতে হবে। তবে ফিরে আসার সময় পেহেলগাও হয়ে জম্মু স্টেশন পর্যন্ত সাইকেলে এসে তারপর ট্রেনে কিংবা বাসে। যাওয়া এবং আসা মিলিয়ে মোট সময়সীমা হিসেবে তারা দু মাস আন্দাজ করেছে।
স্থানীয় পঞ্চায়েত ব্লক অফিস সাংসদ বিধায়ক অনুমতি পত্র, ছোট্ট একটি গ্যাস ওভেন ন্যূনতম কিছু বাসনপত্র বেডিং লাগেজ পোশাক-আশাক নগদ কুড়ি হাজার টাকা এ সমস্ত নিয়েই আজ রওনা দিলেন তারা।
জানালেন তীব্র গরমের জন্য দুপুরে বিভিন্ন পেট্রোল পাম্প থানা কিংবা মন্দিরে বিশ্রাম নেবেন তবে রাতের বেশিরভাগ সময় তারা গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য সুসময় বলে মনে করছেন।
তাদের এই শুভযাত্রা কে শ্রদ্ধা জানাতে আজ সকালে উপস্থিত ছিলেন শান্তিপুর পঞ্চায়েত সমিতির সহকারি সভাপতি চঞ্চল চক্রবর্তী বিধায়ক পার্থসারথি চ্যাটার্জি।
তারা জানান বর্তমান যুব সমাজের কাছেও বিভিন্ন ধর্মীয় তীর্থস্থান যে গুরুত্বপূর্ণ তা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তবে তাদের বিশ্বাস রাম মন্দির স্থাপন এবং উদ্বোধনের পর থেকেই সনাতনী ধর্ম এবং তীর্থস্থান এ প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের কাছেও সমান প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে ।

কথা শিল্পী শরৎচন্দ্রের গ্রামের ভোটে উন্মাদনা

নকীব উদ্দিন গাজী ● হাওড়া

আপনজন: লোকসভা নির্বাচনে নির্বিঘ্নে ভোট গ্রহণ চলছে কথা শিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গ্রাম উলুবেড়িয়ার সামতাবেড়িয়ার ৩ টি বুথে । সামতাবেড়িয়ার এই বাড়ি তোমায় হয়ে উঠেছিল বিপ্লবীদের আশ্রয়স্থল। রূপনারায়ণের তীরে কথাশিল্পীর এই বাড়িতে আনাগোনা ছিল বহু বিপ্লবীদের।
নিজের বড় দিদির অনিলা দেবীর সামতাবেড়িয়ার বাড়িতে যাতায়াত করতে করতে রূপনারায়ণের পাশে একটি জায়গা তার পছন্দ হয়। এরপরেই সেই জায়গাতে গড়ে তোলেন নিজের বাসভবন।
জীবনের শেষ বারোটা বছর কাটিয়েছিলেন তিনি এখানে। এমনকি এই বাড়িতেই তিনি লিখেছিলেন তার শেষ উপন্যাস বিপ্রদাস সহ বেশ কয়েকটি জনপ্রিয় ছোট গল্প লিখেছিলেন এখানে।
আজও রূপনারায়ণের তীরে একইভাবে দাঁড়িয়ে কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ি। লোকসভা নির্বাচনে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গ্রামের তিনটি বুথে ঐতিহ্যমানের চলছে নির্বিঘ্নে ভোট গ্রহণ।
অবশ্য নির্বাচন চলায় প্রবেশ বন্ধ রয়েছে কথা শিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে। বাড়িটির পরিচারক জানায় ভোটের জন্য আজ এবং আগামী ৪ ঠা জুন বন্ধ থাকবে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাসভবন। ফলেই বহু পর্যটকরা আসছেন যারা বাইরে থেকে তার বাসভবন থেকে বাড়ি ফিরতে হচ্ছে।

নদী থেকে মৃতদেহ উদ্ধার

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: নদীতে তলিয়ে যাওয়া এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার হল। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানোর পাশাপাশি পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে পুলিশের তরফে। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট ব্লকের ডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত পরানপুর এলাকার ঘটনা।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ব্যক্তির নাম নেপাল পাহান (৪৬)। পেশায় তিনি একজন রাজমিস্ত্রি ছিলেন। তাঁর বাড়ি পরানপুর এলাকায়। নদীতে স্নান করতে গিয়ে জলে তলিয়ে যান তিনি। সোমবার দুপুরে আত্রেয়ী নদীতে তাঁর দেহ ভেসে উঠতে দেখতে পান স্থানীয়রা।
এরপর স্থানীয়দের তরফে মৃতের পরিবার ও বালুরঘাট থানায় খবর দেয়া হয়। বালুঘাট থানার পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে।

জোর করে টোটো স্ট্যান্ড তৈরি করার অভিযোগ

বিশেষ প্রতিবেদক ● কাকদ্বীপ

আপনজন: ভোটের আগে আবার শাসকদলের বিরুদ্ধে অভিযোগ নিজের জায়গায় পাঁচিল করতে বাধা দেওয়ার। ঘটনাটি দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার কাকদ্বীপ বিধানসভার শ্রীনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৫ নম্বর হাট এলাকায়। উল্লেখ্য অভিযোগকারী চিত্তরঞ্জন হালদার পেশায় ব্যবসায়ী দীর্ঘ বছর নিজের রায়ত্ব জায়গায় পান বরজের বিভিন্ন বাঁশ খুঁটি পাটকাঠি ব্যবসা করে আসছে।
শ্রীনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের শাসক দলের প্রধানের স্বামী রবীন্দ্রনাথ মিদ্দা এবং তার সঙ্গী সাথীরা শাসকদলের জন্মদিনে গত ১লা জানুয়ারিতে হঠাৎ করে জোর করে সেই জায়গার উপরে ঘর বেঁধে টোটো স্ট্যান্ড করার নামে জোড়া ফুলের পতাকা লাগিয়ে দেয়, বাধা দিতে গেলে চিত্ত হালদার এবং তার পরিবারের মহিলাদের উপরে নানা রকম অত্যাচার করা হয় বলে অভিযোগ, সেই সময় হারউড পয়েন্ট কোস্টাল থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়। শুরু হয় পুলিশি তদন্ত, এমনকি চিত্ত হালদার কোর্টের দ্বারস্থ হয়ে নিজের জায়গায় পাঁচিল করার অনুমতি পায়। কিন্তু বর্তমানে কোর্টের নির্দেশে পাঁচিল করতে গেলে আবার শাসক দলের বাধার সম্মুখীন জোর করে তাদের কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ।
শাসকদলের দাদাগিরিতে অতিষ্ঠ পরিবার নিজের রায়ত্ব জায়গায় দলিল রেকর্ড কোটের অনুমতি বর্তমান থাকা সত্ত্বেও কেন পাঁচিল করতে পারছে না, সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছে পরিবার।
দলের কর্মী হয়ে দলের কাছে হেনস্থার শিকার হয়ে মন মরা হালদার পরিবার।তবে যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তাদের বক্তব্য, এই জায়গাটি খাস এবং বিদ্যুৎ দপ্তরের, চিত্ত হালদার ভুয়া কাগজপত্র করেছে। এখন প্রশ্ন উঠছে যদি বিদ্যুৎ দপ্তরের জায়গা হয় তাহলে বিদ্যুৎ দপ্তর কেন বাধা দিচ্ছে না।

প্রথম নজর

ইরানের প্রেসিডেন্ট রাইসি ও তার সঙ্গীদের মরদেহ উদ্ধার

আপনজন ডেস্ক: হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত হয়ে নিহত ইরানের প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসি, দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী হোসেইন আমির আব্দুল্লাহিয়ান ও সহযাত্রীদের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।
মরদেহগুলো ইরানের পূর্ব আজারবাইজান প্রদেশের রাজধানী তাবরিজ শহরে পাঠানো হচ্ছে।
সোমবার (২০ মে) টেলিভিশনে সম্প্রচারিত এক মন্তব্যে ইরানের রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির প্রধান পীর হোসেইন কোলিভান্দ এই তথ্য জানিয়েছেন।
তিনি বলেন, মরদেহ উদ্ধার হওয়ার পরে ব্যাপক তল্লাশি ও উদ্ধার অভিযান সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়েছে।
রেড ক্রিসেন্ট প্রধান রাষ্ট্রীয় টিভিকে আরো জানান, আমরা নিহতদের মরদেহ তাবরিজে স্থানান্তরের কাজ শুরু করেছি। উদ্ধার কার্যক্রম শেষ হয়েছে।
হেলিকপ্টারে প্রেসিডেন্ট রাইসি ছাড়াও পররাষ্ট্রমন্ত্রী হোসেইন আমির-আব্দুল্লাহিয়ান, পূর্ব আজারবাইজান প্রদেশের গভর্নর মালেক রাহমাতি এবং এই প্রদেশে ইরানের সর্বোচ্চ নেতার মুখপাত্র আয়াতুল্লাহ মোহাম্মদ আলী আলে-হাশেম ছিলেন। আজারবাইজানে একটি বাঁধ উদ্বোধনের পর পূর্ব আজারবাইজান প্রদেশের রাজধানী তাবরিজে ফিরছিলেন তারা।
রোববার আজারবাইজানের সীমান্তবর্তী এলাকায় দুই দেশের যৌথভাবে নির্মিত একটি বাঁধ উদ্বোধন করতে যান ইব্রাহিম রাইসি। সেখানে আজারবাইজানের প্রেসিডেন্ট ইলহাম আলিয়েভও ছিলেন। সেখান থেকে তিনটি হেলিকপ্টারের বহর নিয়ে ইরানের পূর্ব আজারবাইজান প্রদেশের রাজধানী তাবরিজে ফিরছিলেন ইব্রাহিম রাইসি ও তার সঙ্গে থাকা অন্য কর্মকর্তারা। পথে পূর্ব আজারবাইজানের জোলফা এলাকার কাছে দুর্গম পাহাড়ে প্রেসিডেন্টকে বহনকারী হেলিকপ্টারটি বিধ্বস্ত হয়। অন্য দুটি হেলিকপ্টার নিরাপদে গন্তব্যে পৌঁছায়।

ইব্রাহিম রাইসির মৃত্যুতে আমিরাত প্রেসিডেন্টের শোক

আপনজন ডেস্ক: ইরানের প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসি, পররাষ্ট্রমন্ত্রী হোসেইন আমির-আব্দুল্লাহিয়ান এবং সফরসঙ্গীদের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করছেন আমিরাতের প্রেসিডেন্ট শেখ মুহাম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ান।
এক্স একাউন্টে এক শোক বার্তায় বলেন, ইরানে মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় প্রেসিডেন্ট, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও তাদের সঙ্গে থাকা ব্যক্তিদের মৃত্যুতে আমি ইরান সরকার ও জনগণের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাই। আমরা প্রার্থনা করি যে আল্লাহ তাদের চিরস্থায়ী বিশ্রাম দান করুন এবং আমরা তাদের পরিবারের প্রতি আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জানাই। এই কঠিন সময়ে ইরানের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করেছে সংযুক্ত আরব আমিরাত।
উল্লেখ্য, রোববার আজারবাইজানের সীমান্তের কাছে দুটি বাঁধ উদ্বোধন করেন প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসি। এরপর হেলিকপ্টারে ইরানের উত্তর-পশ্চিমে তাবরিজ শহরের দিকে যাচ্ছিলেন তিনি।
তার সঙ্গে পররাষ্ট্রমন্ত্রী আমির আব্দুল্লাহিয়ান ছাড়াও আরো ছিলেন ধর্মীয় নেতার (খামেনি) প্রতিনিধি ও তাবরিজের ইমাম সৈয়েদ মোহাম্মদ আল হাশেম, পূর্ব আজারবাইজানের গভর্নর মালিক রাহমাতি, প্রেসিডেন্ট প্রোটেকশন ইউনিটের কমান্ডার সরদার সৈয়েদ মেহদি মৌসভি, কয়েকজন নিরাপত্তারক্ষী এবং ক্রুরা।

ইরানি প্রেসিডেন্টের মৃত্যু, তেলের দাম বৃদ্ধির শঙ্কা

আপনজন ডেস্ক: ইরানের প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসির মৃত্যু ও সৌদি আরবের বাদশাহ সালমানের অসুস্থতার খবরে প্রধান তেল উৎপাদনকারী দেশ দুটিতে রাজনৈতিক অস্থিরতার আশঙ্কা করা হচ্ছে।
রয়টার্সের খবরে বলা হয়েছে, অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি ৪১ সেন্ট বা ০.৫ শতাংশ বেড়েছে। বর্তমানে অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেলপ্রতি ৮৪.৩৯ ডলার। ইউএস ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েট (ডব্লিউটিআই) ক্রুড অয়েলের দাম ২৩ সেন্ট বা ০.৪ শতাংশ বেড়ে ৮০.২৯ ডলারে পৌঁছেছে।
আইজি মার্কেটস বিশ্লেষক টনি সাইকামোর বলেন, বাদশাহর স্বাস্থ্য সমস্যার সঙ্গে ইরানের প্রেসিডেন্টের মৃত্যুর খবর তেলের বাজারে অনিশ্চয়তা যোগ করেছে। তেলের মূল্য আরো বাড়তে পারে। আমি মনে করি, এমন হওয়ার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। গত সপ্তাহে চীনের ঘোষণাও এখানে একটি ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করেছে।
বাজার বিশ্লেষকরা বলছেন, এ অবস্থায় তেলের বাজারে এমনিতেই যে অনিশ্চয়তা আছে, তা আরও ঘনীভূত হবে। ডব্লিউটিআই ক্রুডের দাম ২০০ দিনের গড় দাম ৮০ দশমিক শূন্য ২ ডলার অতিক্রম করেছে; এখন তা ৮৩ দশমিক ৫০ ডলারে উঠে যেতে পারে।
গবেষণাপ্রতিষ্ঠান আইজি মার্কেটসের বিশ্লেষক টনি সিকামোর বলেন, শুধু ইরানি প্রেসিডেন্টের দুর্ঘটনা ও সৌদি বাদশাহর স্বাস্থ্যগত কারণে নয়, চীন আবাসন খাতকে টেনে তুলতে গত সপ্তাহে যে প্রণোদনা ঘোষণা করেছে, তার প্রভাবে তেলের দাম ঊর্ধ্বমুখী হতে পারে।

‘অভ্যুত্থানচেষ্টা’ নস্যাৎ করার দাবি ডিআর কঙ্গোর সেনাবাহিনীর

আপনজন ডেস্ক: মধ্য আফ্রিকার দেশ ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অব কঙ্গোর (ডি আর কঙ্গো) সেনাবাহিনী বলেছে, তারা প্রেসিডেন্ট ফেলিক্স শিসেকেদির বিরুদ্ধে চালানো এক অভ্যুত্থান চেষ্টা নস্যাৎ করে দিয়েছে।
অভ্যুত্থান প্রচেষ্টায় তিনজন নিহত হয়েছে বলেও জানানো হয়েছে।
এক প্রতিবেদন সংবাদমাধ্যম বিবিসি জানায়, রোববার (১৯ মে) স্থানীয় সময় ভোরে শুরু হওয়া বন্দুকযুদ্ধে নিহতদের মধ্যে দুই সামরিক কর্মকর্তা এবং একজন হামলাকারী ছিলেন। এছাড়া এ ঘটনায় তিন মার্কিন ও এক ব্রিটিশ নাগরিকও জড়িত ছিলো বলেও জানা গেছে।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সেনাবাহিনীর ইউনিফর্ম পরা প্রায় ২০ জনের একটি দল সাবেক সেনাপ্রধানের বাড়িতে হামলা চালায়। পরে সেখানে গোলাগুলির ঘটনা ঘটে।
স্থানীয় গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, হামলাকারীরা নির্বাসিত রাজনীতিবিদ ক্রিশ্চিয়ান মালাঙ্গা সংশ্লিষ্ট নিউ জায়ার মুভমেন্টের সদস্য।
কামেরহের মুখপাত্র মিশেল মটো মুহিমা সামাজিক মাধ্যমে বলেছেন, সশস্ত্র ব্যক্তিরা ফেডারেল আইনপ্রণেতা এবং ডিআর কঙ্গোর ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির স্পিকার প্রার্থী ভাইটাল কামেরহের কিনশাসা বাসভবনে হামলা চালায়। এ সময় রক্ষীরা তাদের বাধা দেয়।
তিনি বলেন, ‘হামলাকারীরা সামরিক অভ্যুত্থান ঘটাতে চেয়েছিল। কিন্তু তারা ব্যর্থ হয়েছে। আমরা বেশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করেছি। তাদের মধ্যে বিদেশি নাগরিকও আছে। ভাইটাল কামেরহে এবং তার পরিবার নিরাপদ ও সুস্থ আছেন।’
ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সিলভাইন একেঙ্গে সাংবাদিকদের বলেন, এই অভ্যুত্থানচেষ্টা ঠেকানো তাদের বাহিনীর কাছে কঠিন কিছু না।
এখন পুরো পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আছে। অভ্যুত্থানের চেষ্টা অঙ্কুরেই বিনষ্ট করে দেওয়া হয়েছে।
তিনি বলেন, অভ্যুত্থানের চেষ্টার পেছনে থাকা লোকদের বেশিরভাগই বিদেশি বা বিদেশে অবস্থানরত কঙ্গো নাগরিক। এ ছাড়া সন্দেহভাজনদের মধ্যে কয়েকজনের কাছে মার্কিন, ব্রিটিশ এবং কানাডিয়ান পাসপোর্ট রয়েছে। তবে এই লোকদের সঙ্গে স্থানীয় সেনাবাহিনী বা কিনশাসার নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের কোনো যোগসূত্র নেই বলে জানান তিনি।
ওই এলাকা থেকে ধারণ করা একটি ভিডিওতে দেখা গেছে, সেখানে সেনাবাহিনীর ট্রাক এবং ভারী অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত সেনারা রয়েছে।
কঙ্গোয় কয়েক দিন ধরে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা চলছে। এসব বিষয় নিয়ে গত শুক্রবার প্রেসিডেন্ট সংসদ সদস্যদের সঙ্গে বৈঠক করেন। ওই দিন তিনি তাদের সতর্ক করে বলেন, যদি চলমান অচলাবস্থা দূর করতে কোনো পদক্ষেপ না নেওয়া হয়, তাহলে তিনি সংসদ ভেঙে দিয়ে নতুন নির্বাচনের ঘোষণা দেবেন।
শনিবার পার্লামেন্টের নতুন নেতৃত্ব নির্বাচনের কথা থাকলেও তা স্থগিত করা হয়, যা প্রেসিডেন্ট ফেলিক্স শিসেকেদির ক্ষমতাসীন দলকে সংকটের মাঝে ফেলে।
গত বছরের ডিসেম্বরে ফেলিক্স তাসিসকেডি পুনরায় দেশটির প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।

তিউনিশিয়ার রাস্তায় অভিবাসী বিরোধী হাজারো মানুষ

আপনজন ডেস্ক: উত্তর আফ্রিকার দেশ তিউনিশিয়ার জেবেনিয়ানা শহরে অভিবাসীবিরোধী বিক্ষোভে রাস্তায় নেমে এসেছেন হাজার হাজার মানুষ। আফ্রিকা ও এশিয়ার দেশগুলো থেকে যাওয়া অভিবাসীদের উপস্থিতির বিরোধিতা করে বিক্ষোভ করেন স্থানীয়রা।
সীমান্তে নজরদারি বাড়ানোর ফলে তিউনিশিয়াতে আটকেপড়া অভিবাসীর সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। সাব-সাহারা ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশের অভিবাসীরা ইউরোপের উদ্দেশে যাত্রার আগে তিউনিশিয়াকে ট্রানজিট দেশ হিসেবে ব্যবহার করে থাকে।
কিন্তু তিউনিশিয়া সীমান্তরক্ষীদের কড়া নজরদারির কারণে তাদের পক্ষে ইউরোপ অভিমুখে যাত্রা করা সম্প্রতি কঠিন হয়ে পড়েছে। ফলে দেশটিতে বাড়ছে আটকে পড়া অভিবাসীর সংখ্যা।
অভিবাসীদের এভাবে দেশটিতে অবস্থানের বিরুদ্ধে কথা বলেন বিক্ষোভকারীরা, ক্ষোভ উগড়ে দেন সরকারের বিরুদ্ধেও। তারা সরকারকে দেশটির কৃষকদের সহযোগিতা করার আহ্বান জানান। তাদের দাবি, কৃষকদের জলপাই বাগানে তাঁবু টানিয়ে অবস্থান করছে এই অভিবাসীরা, এতে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে কৃষিকাজ।
বিক্ষোভে অংশ নেওয়া এল আমরা শহরের বাসিন্দা ৬৩ বছরের মোয়ামেন সালেমি বলেন, ‘আপনি (সরকার) তাদেরকে (অভিবাসীদেরকে) এখানে এনেছেন এবং আপনার দায়িত্ব হলো তাদের নিজ দেশে ফেরত পাঠানো।’
তিনি আরো বলেন, ‘এল আমরা শহরে চিনি, ময়দা, রুটিসহ নানা ধরেনের খাবারের সংকট রয়েছে।’
তিউনিশিয়ার উপকূলবর্তী এল আমরা এবং জেবেনিয়ানা শহর দুটি মূলত ইউরোপমুখী অভিবাসনপ্রত্যাশীদের যাত্রাপথ। এই দুই শহরের পরিস্থিতি দেখেই অভিবাসী বিষয়ে দেশটির চলমান সংকট আঁচ করা যায়। সাব সাহারা আফ্রিকা, সিরিয়া ও দক্ষিণ এশিয়ার দেশ বাংলাদেশের অভিবাসীরা এই পথটি ব্যবহার করার চেষ্টা করে থাকেন।
কৃষির জন্য বিখ্যাত তিউনিশিয়ার এই শহর দুটি। এখানকার মোট বাসিন্দা ৮৩ হাজার। শহর দুটিতে সম্প্রতি বেড়েছে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর তৎপরতা।
মূলত ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) সঙ্গে অ্যান্টিমাইগ্রেশন চুক্তির অংশ হিসেবে সীমান্তে নজরদারি বাড়িয়েছে তিউনিশিয়া। চুক্তি অনুযায়ী, সীমান্ত নজরদারি বাড়াবে দেশটি, যাতে অভিবাসনপ্রত্যাশীরা অনিয়মিত পথে যাত্রা করতে না পারে। চুক্তির আওয়াতায় তিউনিশিয়াকে ১০০ কোটি ডলারের অর্থ সহায়তা দেবে ইইউ।

ইরানে পাঁচ দিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা

আপনজন ডেস্ক: ইরানের প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসি, দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী হোসেইন আমির-আবদোল্লাহিয়ানের নিহতের ঘটনায় পাচঁ দিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করেছে ইরান। সোমবার সংবাদমাধ্যম রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানানো হয়েছে। এদিকে রাইসি মৃত্যুর পরপরই ইরানের অন্তর্বর্তীকালীন প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব নিতে যাচ্ছেন দেশটির বর্তমান ভাইস প্রেসিডেন্ট মোহাম্মাদ মোখবার। ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আলি খামেনি জানিয়েছেন, ফার্স্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট মোহাম্মাদ মোখবারকে অন্তর্বর্তীকালীন প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে পাঁচ দিনের জাতীয় শোক ঘোষণা করেন তিনি। ইরানের মন্ত্রিসভার এক আনুষ্ঠানিক বিবৃতিতে জানিয়েছে, ইরান সরকার ‘সামান্যতম বাধা’ ছাড়াই কার্যক্রম অব্যাহত রাখবে।
রাইসি ক্লান্তিহীনভাবে যেভাবে দেশ পরিচালনা করতেন, সেভাবেই তারা এগিয়ে যাবেন। প্রসঙ্গত, রোববার ইরানের পূর্ব আজারবাইজান প্রদেশের জোলফা এলাকার কাছে হেলিকপ্টারটি বিধ্বস্ত হয়। দুর্ঘটনার পর বৈরী আবহাওয়ার কারণে উদ্ধারকাজ ব্যাহত হচ্ছিল। এলাকাটিতে ভারী বৃষ্টি ও ঘন কুয়াশার কারণে বেশি দূরত্বে কিছু দেখা যাচ্ছিল না।
বিধ্বস্ত হেলিকপ্টারটির ধ্বংসাবশেষ খুঁজে পাওয়ার কথা আজ সকালে নিশ্চিত করেন ইরানি রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির প্রেসিডেন্ট।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

কৃষি খাত থেকে ৭.২ বিলিয়ন ইউরো আয়ের টার্গেট ফ্রান্সের

আপনজন ডেস্ক: ফরাসি কৃষি ল্যান্ডস্কেপ (ভূচিত্র) একটি যান্ত্রিক রূপান্তরের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে! ধারণা করা হচ্ছে, ফরাসি কৃষি-সরঞ্জাম বাজার ২০২৭ সালের মধ্যে একটি শক্তিশালী অবস্থানে পৌঁছাবে এবং ৭.২ বিলিয়ন ইউরো আয় করবে। যা টেকসই চাষাবাদ অনুশীলন এবং নির্ভুল কৃষি উদ্ভাবনের ফসল।
মার্কেট রিসার্চ এবং কনসাল্টিং ফার্ম ক্যান রিসার্চ “ফ্রান্স এগ্রি-ইকুইপমেন্ট মার্কেট: গ্রোথ এবং পূর্বাভাস” শিরোনামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে, যেখানে গতিশীল বাজারকে চালিত করার মূল প্রবণতাগুলো অন্বেষণ এবং সরঞ্জাম প্রস্তুতকারক, পরিবেশক ও কৃষকদের জন্য মূল্যবান অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করা হয়েছে।
ফরাসি কৃষি-সরঞ্জাম বাজারের সম্প্রসারণকে তরান্বিত করার নেপথ্যে সেসব বিষয় মূল চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করছে: টেকসই ও পরিবেশ বান্ধব সরঞ্জাম বৃদ্ধি: পরিবেশগত উদ্বেগ ফরাসি কৃষকদের জন্য একটি শীর্ষ অগ্রাধিকার। কেন রিসার্চ রিপোর্টটি ২০২৭ সালের মধ্যে পরিবেশ-বান্ধব সরঞ্জামগুলোর জন্য একটি উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির ইঙ্গিত দেয়। এতে কম জ্বালানি খরচ সহ ট্রাক্টর, পানির ব্যবহার কম করে এমন নির্ভুল সেচ ব্যবস্থা এবং জৈব চাষের অনুশীলনের জন্য ডিজাইন করা সরঞ্জাম রয়েছে।
নির্ভুল কৃষি ব্যবস্থা: ফরাসি কৃষকরা নির্ভুল কৃষির সুবিধাগুলো ভোগ করছেন। যার মধ্যে রয়েছে সেন্সর ব্যবহার করা, ডেটা অ্যানালিটিক্স, এবং অটোমেশনের মাধ্যমে সম্পদের ব্যবহার অপ্টিমাইজ করা, সর্বোচ্চ ফলন করা এবং পরিবেশগত বিরূপ প্রভাব কমানো।
উদ্ভাবনীর ক্ষেত্রে সরকারি ভর্তুকি: ফরাসি সরকার টেকসই এবং প্রযুক্তিগতভাবে উন্নত সরঞ্জাম গ্রহণের জন্য ভর্তুকি দিয়ে কৃষি খাতকে সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করছে। যা কৃষি-সরঞ্জাম শিল্পের উদ্ভাবন এবং বাজার সম্প্রসারণকে উৎসাহিত করছে।
বাজার বিভাজন ও প্রয়োজন উপযোগী সরঞ্জাম:
ফ্রেঞ্চ এগ্রি-ইকুইপমেন্ট মার্কেট বিভিন্ন ধরনের কৃষি পদ্ধতি এবং অপারেশনাল স্কেল পূরণ করে। এই গতিশীল বাজারের মধ্যে বিভাজনটি নিচে ব্যাখ্যা করা হলো--
ট্র্যাক্টরের জন্য উল্লেখযোগ্য বাজার: ২০২৭ সালের মধ্যে পূর্বাভাসিত উল্লেখযোগ্য বাজার শেয়ারের জন্য ট্রাক্টর ফরাসি কৃষির ক্ষেত্রে মূল ভূমিকা পালন করবে। তবে, ছোট খামার এবং টেকসই অনুশীলনের জন্য উপযুক্ত ছোট ও কার্যকরী ট্রাক্টরের চাহিদা এখন বেশি।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৩.২৪মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৬.১৭ মি.

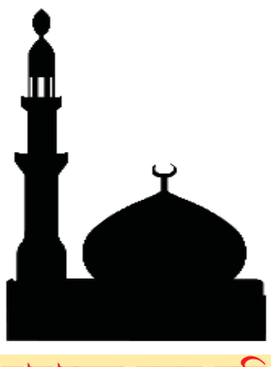

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৩.২৪	৪.৫৩
যোহর	১১.৩৮	
আসর	৪.১০	
মাগরিব	৬.১৭	
এশা	৭.৩৫	
তাহাজ্জুদ	১০.৫১	

নেতানিয়াহুকে গ্রেফতার করতে আবেদন

আপনজন ডেস্ক: আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে (আইসিসি) ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারির আবেদন করা হয়েছে। সোমবার (২০ মে) আইসিসির প্রধান প্রসিকিউটর করিম খান এ আবেদন করে তিনি নিজেই তথ্যটি জানান। আদালতের ওয়েবসাইটেও আবেদনের ঘোষণাপত্র প্রকাশ করা হয়েছে।
ওয়েবসাইটে দেখা যায়, নেতানিয়াহু ছাড়াও ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী যোদ্ধাদের দল হামাসের শীর্ষ নেতাদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারির আবেদন করা হয়েছে।

ইরানের অন্তবর্তী প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ মোখবের

আপনজন ডেস্ক: ইরানের অন্তর্বর্তীকালীন প্রেসিডেন্ট হিসেবে মোহাম্মদ মোখবেরের নাম অনুমোদন করেছেন দেশটির সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ আল খামেনি। তিনি দুই মাস এ দায়িত্ব পালন করবেন। ইরানের সংবিধান অনুযায়ী, আগামী ৫০ দিনের মধ্যে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করতে হবে। অন্যান্য দেশের মতো ইরানের প্রথম ভাইস-প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন না, তাকে মনোনীত করা হয়। ১৯৮৯ সালে এই পদ সৃষ্টি করা হয়। তাকে প্রধানমন্ত্রীর কিছু ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। ইরানে বেশ কয়েকজন ভাইস-প্রেসিডেন্ট দায়িত্ব পালন করছেন। বেশিরভাগ মূলত মন্ত্রিসভার সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। কিন্তু তাদের মোখবারকে প্রথম হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ২০২১ সালের আগস্ট মাসে মোখবারকে ভাইস-প্রেসিডেন্ট হিসেবে নিয়োগ দেন রাইসি। দায়িত্ব নেয়ার কয়েক দিনের মধ্যে এই নিয়োগ দিয়েছিলেন তিনি। সংবিধান সংশোধনের পর সপ্তম ব্যক্তি হিসেবে মোখবার এই দায়িত্ব পেয়েছেন। এই পদে নিয়োগ পাওয়ার পূর্বে মোখবার ১৪ বছর ইরানের প্রভাবশালী একটি শিল্পগোষ্ঠী সেতাড-এর প্রধান ছিলেন। এটি মূলত দাতব্য কাজে মনোযোগী। সংস্থাটি ইরানের সর্বোচ্চ নেতার সরাসরি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। রয়টার্সের অনুসন্ধান অনুসারে, সেতাড-এর কয়েক বিলিয়ন ডলার মূল্যের সম্পদ রয়েছে।

এভারেস্ট জয় করে ফেরার পথে দুই পর্বতারোহীর মৃত্যু

আপনজন ডেস্ক: এভারেস্ট শৃঙ্গ জয় করে ফেরার পথে দুই পর্বতারোহীর মৃত্যু হয়েছে। তারা দুজনেই মঙ্গোলিয়ার নাগরিক ছিলেন। রোববার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে মঙ্গোলিয়ান ন্যাশনাল ক্লাইম্বিং ফেডারেশন (এমএনসিএফ)।
নেপালি সংবাদমাধ্যম হিমালয়ান টাইমসের প্রতিবেদনে জানা যায়, ওই পর্বতারোহীদের একজন হলেন ৫৩ বছর বয়সী তেসেদেনদামবা উসুখজারগেল। অপরজন ৩১ বছর বয়সী লাখাগাবাজাভ পুরুভসুরেন। আট হাজার মিটারের বেশি উচ্চতায় তাদের মরদেহ পাওয়া গেছে। একজনের মরদেহ পাওয়া যায় ৮ হাজার ৬০০ মিটার উচ্চতায় ও আরেকজনের মরদেহ পাওয়া যায় ৮ হাজার ৪০০ মিটার উচ্চতায়।
স্থানীয় একটি পর্বতারোহী সংস্থার পরিচালক পেম্বা শেরপা জানিয়েছেন, গত ১৩ মে দুপুর ১২টার দিকে এভারেস্টের চূড়ায় ছবি তোলেন উসুখজারগেল ও পুরুভসুরেন। গত ১৭ মে উসুখজারগেলের মরদেহ পাওয়া যায় দক্ষিণ সামিটে। পুরুভসুরেনের মরদেহ পাওয়া যায় ব্যালকনি এরিয়ায়। শেরপা জানান, এভারেস্টের চূড়া থেকে নামতে তাদের অনেক কষ্ট হচ্ছিল। কারণ তাদের কাছে পর্যাপ্ত অক্সিজেন ছিল না। কোনো ধরনের ব্যক্তিগত গাইড ছাড়াই তারা এভারেস্টের চূড়ায় যাত্রা করেন। গত ১২ মে থেকে নিখোঁজ ছিলেন তারা। তবে এর পরের দিন চূড়ায় উঠতে সমর্থ হন উসুখজারগেল ও পুরুভসুরেন।

দেশে ফিরে বড় দায়িত্ব পাচ্ছেন মায়ানমার দূত অং কিও মো

আপনজন ডেস্ক: মায়ানমারের রাষ্ট্রদূত অং কিও মো ঢাকা মিশন শেষ করে শিগগির নিজ দেশে ফিরছেন। দেশে ফিরেই বড় দায়িত্ব পাচ্ছেন এই দূত। এমনটাই জানিয়েছে সেগুনবাগিচা।
মায়ানমারের বিদায়ী দূত দেশটির পার্মানেন্ট আন্ডার সেক্রেটারি (ফরেন সেক্রেটারি) হতে পারেন বলে ধারণা দেয়া হয়েছে।
রোববার তিনি পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদের সঙ্গে বিদায়ী সাক্ষাৎ সেরেছেন। বিদায় বেলা রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে যথাসাধ্য ইতিবাচক ভুমিকা রাখবেন বলে অঙ্গীকার করে গেছেন। সেইসঙ্গে রোহিঙ্গাদের নিজ গ্রামে পুনর্বাসনের যে দাবি তা পূরণে নীতিগতভাবে তিনি সম্মত বলে জানিয়ে গেছেন।
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, পররাষ্ট্রমন্ত্রী মায়ানমারের রাষ্ট্রদূতকে বলেছেন, চলতি বছর উগান্ডায় দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে মায়ানমারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী রোহিঙ্গা প্রত্যাবর্তন শুরু করতে চান বলেই মতপ্রকাশ করেছেন। প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়াটি অন্তত পক্ষে শুরু করার মধ্য দিয়ে মায়ানমার তাদের সদিচ্ছার স্বাক্ষর রাখতে পারে।
রাষ্ট্রদূত অং কিও মো মায়ানমারের অভ্যন্তরে তাদের সেনাবাহিনী ও বিবদমান গোষ্ঠিগুলোর চলমান সশস্ত্র সংঘাতকে এ ক্ষেত্রে অন্তরায় হিসেবে বর্ণনা করেন, তবে তার দেশ এ বিষয়ে আরও সচেষ্ট হবে বলেও আশ্বাস দেন। বৈঠকে রোহিঙ্গা বিষয় ছাড়াও বাণিজ্য বৃদ্ধিসহ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের নানা দিক নিয়ে আলাপ করেন তারা।

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ১৩৭ সংখ্যা, ৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১, ১২ যিলকদ, ১৪৪৫ হিজরি

নেতার বৈশিষ্ট্য

একজন রাজনৈতিক নেতার বৈশিষ্ট্য কী হইবে তাহা লইয়া একটি বৈশ্বিক ধারণা রহিয়াছে। সেই ধারণাটি হইল, দেশ পরিচালনাকারী তথা নেতার মধ্যে পাঁচটি গুণ থাকিতে হইবে : শৃঙ্খলা, বিশ্বস্ততা, সাহস, মানুষের প্রতি যত্নশীল হওয়া এবং বুদ্ধিমত্তা।

লিখিত অসংখ্য গ্রন্থের কথা উল্লেখ করা যায় যেইখানে একজন নেতার কথা বলা হইয়াছে, তিনি হইবেন সিদ্ধান্ত গ্রহণে দক্ষ, উন্নতিসাধনের জন্য গৃহীত কার্যাবলির ব্যাপারে দৃঢ়, বিভিন্ন বিষয়ে ব্যবস্থাপনা ও সমাধানে ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন এবং সর্বোপরি কোনটা সঠিক তাহা বুঝিবার জ্ঞান তাহার থাকিতে হইবে। এই সকল গুণাগুণ না থাকিলে রাষ্ট্র অসফল হইতে পারে, এমন কথাও কোনো কোনো গ্রন্থে উল্লেখ করা হইয়াছে। যদিও এমআইটির অর্থনীতিবিদ দারোন অ্যাসমগুলু এবং হার্ভার্ডের রাষ্ট্রবিজ্ঞানী জেমস এ রবিনসনের যৌথভাবে লিখিত 'হোয়াই ন্যাশনস ফেইল' গ্রন্থে তাহারা অর্থনীতিকে রাষ্ট্রের সফলতা এবং বিফলতার সহিত একই সূত্রে বাঁধিয়াছেন, যাহা প্রকারান্তরে নেতার সফলতা-বিফলতারই প্রতিফলন।

তবে বর্তমান সময়ে ভালো হইয়াছে কি মন্দ হইয়াছে, সেই বিচারে না গিয়া ইহা বলা যায় যে, বিশ্বের নেতাদের আচরণ ও বৈশিষ্ট্যে পরিবর্তন আসিয়াছে। অর্থাত্ বিগত দিনের নেতাদের দৃষ্টিভঙ্গির সহিত বর্তমান বিশ্বের নেতাদের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। বর্তমানে বিশ্বনেতারা প্রতিপক্ষের বিষয়ে কিংবা ভিন্ন দেশের বিষয়ে অধিক সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছেন।

অর্থাত্ কথাবার্তায় কূটনৈতিক নর্ম অনুসরণ না করিয়া সহজ ভাষায় মনোভাব ব্যক্ত করিতেছেন। এখনকার বিশ্ব বিগত বিশ্বের চাইতে অনেক জটিল ও স্পর্শকাতর হইয়া উঠিয়াছে। এক দেশের সহিত আরেক দেশের প্রতিযোগিতা কেবল অর্থনীতি বা যুদ্ধাস্ত্রে সীমাবদ্ধ নাই। যুক্ত হইয়াছে প্রযুক্তি, মহাকাশ প্রতিযোগিতাসহ নানা বিষয়।

আধুনিক সময় একজন রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকারপ্রধান দেশের অভ্যন্তরের অথবা বহির্বিশ্বের কোনো বিষয় লইয়া তাহার মত, দৃষ্টিভঙ্গি এবং বক্তব্য প্রকাশ করেন টুইটার (বর্তমানে এক্স), ফেসবুক অথবা অন্য কোনো সোশ্যাল মিডিয়ায়।

এবং ইহা করিতে দেখা যায় কোনো ঘটনার কয়েক মিনিটের মধ্যেই। তিনি পোস্ট করিবার এক সেকেন্ডের মধ্যেই অন্য একজন নেতা তাহা দেখিতে পান এবং তাহার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। ইহাদের ভালোমন্দ দুইটি বিষয়ই রহিয়াছে। নেতাদের মধ্যে আন্তরিকতাও যেমন বাড়িতেছে, তেমনি বৈরী ভাবও প্রকট হইতেছে। সম্পর্কের উঠানামাও ঘটিতেছে রাতারাতি।

অন্যদিকে আমরা লক্ষ করিয়া থাকি, যেই সকল দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা দৃঢ়, সেই সকল দেশের নেতারা শুধু কথা বলায় সীমাবদ্ধ থাকেন না, বরং সরকারের কাজেও অধিকতর মনোনিবেশ করিয়া থাকেন।

হয়তো সেই কারণেই ফ্রাংকলিন ডি রুজভেল্ট বলিয়াছিলেন, 'তাহারাই হইল সত্যিকার সফল রাজনৈতিক নেতা, যাহারা রাজনীতির চাইতে সরকারি কাজে অধিক মনোনিবেশ করেন।'

তবে ভিন্ন কথাও আছে। যুক্তরাষ্ট্রের বিনিয়োগবিষয়ক প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ মার্ক স্কাউজেন তাহার একটি গ্রন্থে লিখিয়াছেন, 'আমরা ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের রাজনীতিবিদদের পরিবর্তন করিতে পারিব না, যতক্ষণ পর্যন্ত জনগণকে পরিবর্তন করিতে পারিব না, যাহারা তাহাদের ভোট দেয়।'

ইহাও একটি বাস্তবতা। কারণ মানুষের মধ্য হইতেই তো নেতা উঠিয়া আসিতেছে। তাহারাও সমাজের অংশ। তাহাদের মধ্যেও সমাজের চিন্তা প্রতিফলিত হওয়া অস্বাভাবিক নহে।

সন্ত্রাসবাদ বিরোধী দিবসে সন্ত্রাসীদের প্রতিরোধের ব্যবস্থার নামে ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মর্যাদার খেয়াল বাঞ্ছনীয়

প্রতি দুই হাজারে একটি মৃত্যু হয় সন্ত্রাসবাদী হামলার ফলে। গত দশকে গড়ে প্রতি বছরে ২৪ হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছে সন্ত্রাসবাদী আক্রমণে।এই সন্ত্রাসবাদ পৃথিবী ব্যাপী বিস্তৃত এবং পৃথিবীর কয়েকটি অঞ্চল সন্ত্রাসবাদী আক্রমণের কারণে ছারখার । আর্থ-সামাজিক অবস্থার অবনতি শুধু নয়, বিশ্ব দরবারে মাথাহেঁট হয় সন্ত্রাসবাদী আক্রমণের কারণে বহুদেশের। নিজেদের মত, পথ, ধর্ম ও আদর্শ প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ের নাম সন্ত্রাসবাদ। লিখেছেন **ড. মুহাম্মদ ইসমাইল..**

প্রতি দুই হাজারে একটি মৃত্যু হয় সন্ত্রাসবাদী হামলার ফলে। গত দশকে গড়ে প্রতি বছরে ২৪ হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছে সন্ত্রাসবাদী আক্রমণে।এই সন্ত্রাসবাদ পৃথিবী ব্যাপী বিস্তৃত এবং পৃথিবীর কয়েকটি অঞ্চল সন্ত্রাসবাদী আক্রমণের কারণে ছারখার । আর্থ-সামাজিক অবস্থার অবনতি শুধু নয়, বিশ্ব দরবারে মাথাহেঁট হয় সন্ত্রাসবাদী আক্রমণের কারণে বহুদেশের। নিজেদের মত, পথ, ধর্ম ও আদর্শ প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ের নাম সন্ত্রাসবাদ। পৃথিবীজুড়ে নানা প্রান্তে শাসকের অত্যাচার,বঞ্চনা, জুলুম থেকে রক্ষা পেতেই মূলত সন্ত্রাসবাদী সংগঠন ও হামলা সংগঠিত হয়। তবে সন্ত্রাসবাদী হামলা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নানা প্রকার নামকরণ দিয়ে ধামাচাপা দেওয়া হয়। বিভিন্ন ধর্মের নানা সন্ত্রাসবাদী সংগঠন থাকলেও তাদের নামকরণ হয়নি সন্ত্রাসবাদী সংগঠন হিসাবে প্রশাসনিক কর্তাদের সহযোগিতার ফলে।কখনও বন্দুকবাজ,কখনও আন্দোলন কারী ও কখনও প্রতিবাদী বলে।তবে সন্ত্রাসবাদী আক্রমণের ফলে বিশ্বজুড়ে অসংখ্য মানুষ প্রাণ হারায় ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি হয়।

সরকারি সংখ্যাতত্ত্ব অনুসারে ২০১৪ সালে সন্ত্রাসবাদী হামলার ফলে মারা যায় ৪৫ হাজারের বেশি মানুষ এবং ২০১০ সালে মারা যান ৮ হাজার জন।তবে ২০১৯ সালে পৃথিবী জুড়ে মারা যান কুড়ি হাজারের কাছাকাছি। তা থেকে সহজেই অনুমেয় বিশ্বজুড়ে সন্ত্রাসবাদের ভয়াবহতা ও তার প্রভাব। তবে এই সন্ত্রাসবাদের দায়ভার নানা সম্প্রদায়ের উপর চাপানোর চেষ্টা হয়েছে বারবার। কিন্তু সন্ত্রাসবাদের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় সন্ত্রাসবাদ কোন ধর্মীয় সংগঠন নয় বা কোন ধর্মের আশ্রিত ও পোষিত সংগঠন নয়। সন্ত্রাসবাদ মূলত বিভিন্ন অঞ্চলে সংগঠিত নানা দাবি দাওয়া ও অন্যায়ের প্রতিকারমূলক উদ্দেশ্য নিয়ে গঠিত একটি পন্থা ও মতামত। সরকারি বিভিন্ন নিয়ম নীতি, চুক্তি ও নানা প্রকার সমস্যার সমাধানের ভিন্ন পন্থা সন্ত্রাসবাদ বলে মনে করেন চিন্তাবিদদের একাংশ। আজকের শাসকের কাছে যারা সন্ত্রাসবাদী আগামী দিনে তারাই হয়ত দেশপ্রেমী ও স্বদেশির মর্যাদায় আসীন হবে। কারণ সন্ত্রাসবাদ ও সন্ত্রাসবাদী নিয়ে বিশ্ব দ্বিধা বিভক্ত। তাই এই সমস্ত সংগঠনকে নানাদেশ বিভিন্নভাবে সহযোগিতা থেকে শুরু করে পাশে দাঁড়াতে দেখা গিয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, আফগানিস্তানে তালিবানদের একদিকে যেমন সন্ত্রাসবাদী আখ্যা দেওয়া হয়েছিল অন্যদিকে নিজেদের দেশের সমস্যা নিয়ে বিশ্বের শক্তিধর দেশগুলোর দাদাগিরি ও আমেরিকার মত দেশের আক্রমণ, বোমা বর্ষণ, সাধারণ মানুষের মৃত্যু এবং গ্রাম থেকে শহর শুরু করে পুরো দেশকে সন্ত্রাসবাদী দমনের নামে ছারখার করে দেওয়াকে বহু মানুষ সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ বলে মনে করেছেন। শুধু তাই নয় তালিবান সরকার প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে দেশবাসী তাদের সন্ত্রাসবাদী বলছেন না এবং তারা লড়াই করে বিদেশি আগ্রাসন রুখে দেওয়া ও দেশকে বিদেশি শাসকদের থেকে উদ্ধার করাকে স্বাধীনতা বলছেন। প্রতিটা দেশ এবং অঞ্চলে যুদ্ধ বিদ্রোহরত সংগঠনগুলো নিজেদের শাসনব্যবস্থা কায়েম করার চেষ্টা করছে। বিশ্বজুড়ে হিটলার গণহত্যা অভিযান চালান এবং নানা পদ্ধতি ব্যবহার করে শিশু, মহিলা থেকে শুরু করে নানাভাবে হত্যাযজ্ঞ চালান যা গণহত্যা ও জুলুম। বিশ্ব ইতিহাসে নেই। আমেরিকার আগ্রাসনে বর্তমানে বিশ্বের নানা প্রান্তে যেভাবে সন্ত্রাসবাদ দমনের নামে হামলা ও আক্রমণ চালানো হচ্ছে তা নজীর বিহীন ঘটনা। শুধু তাই নয়, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মধ্যে চলমান বিবাদ, সমস্যার সমাধানের নামে যুদ্ধে লিপ্ত হচ্ছে তা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক।অনেকেই আমেরিকার এমন আচরণকে সন্ত্রাসবাদী হামলার থেকে কোন অংশে কম নয় বলে মনে করছেন।

আজকের শাসকের কাছে যারা সন্ত্রাসবাদী আগামী দিনে তারাই হয়ত দেশপ্রেমী ও স্বদেশির মর্যাদায় আসীন হবে। কারণ সন্ত্রাসবাদ ও সন্ত্রাসবাদী নিয়ে বিশ্ব দ্বিধা বিভক্ত। তাই এই সমস্ত সংগঠনকে নানাদেশ বিভিন্নভাবে সহযোগিতা থেকে শুরু করে পাশে দাঁড়াতে দেখা গিয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, আফগানিস্তানে তালিবানদের একদিকে যেমন সন্ত্রাসবাদী আখ্যা দেওয়া হয়েছিল অন্যদিকে নিজেদের দেশের সমস্যা নিয়ে বিশ্বের শক্তিধর দেশগুলোর দাদাগিরি ও আমেরিকার মত দেশের আক্রমণ, বোমা বর্ষণ, সাধারণ মানুষের মৃত্যু এবং গ্রাম থেকে শহর শুরু করে পুরো দেশকে সন্ত্রাসবাদী দমনের নামে ছারখার করে দেওয়াকে বহু মানুষ সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ বলে মনে করেছেন।

সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসবাদী নিয়ে বিশ্বজুড়ে চর্চা শুরু হয়েছে। কে বা কারা সন্ত্রাসবাদী এবং কে বা কারা সন্ত্রাসবাদকে সমর্থন ও লালন পালন করছে? যাদের সন্ত্রাসী ও সন্ত্রাসবাদী বলছি তারা কি সত্যি সন্ত্রাসবাদী ও তাদের সমর্থনকারী। তা নিয়ে বিশ্ব সমালোচকদের মধ্যে দ্বিমত রয়েছে। মুসলিম বিশ্বের নানা সমস্যা ও মতামত নিয়ে বিভক্ত শক্তিধর দেশগুলো। ক্ষমতার ও সময়ের সাপেক্ষে সন্ত্রাসবাদ ও সন্ত্রাসবাদীদের সংজ্ঞা পরিবর্তন হচ্ছে তা ইতিহাস চর্চা করলে দেখা যাচ্ছে। ভারতের ইতিহাস চর্চা করলে দেখা যায় যে বহু হিন্দুত্ববাদী সংগঠন নানাভাবে সমালোচিত হতো একধা কিন্তু আজকের ভারতে তাদের কদর শীর্ষে শুধু তাই নয়,তাদের কার্যকলাপ ও নানা কর্মকর্তাকে আদর্শ করে নেওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, দেশের পিতা গান্ধীজীর হত্যাকারী নাথুরাম গড কে পূজা করা হচ্ছে। এছাড়া তাকে সন্ত্রাসী নয়, একজন দেশপ্রেমিক হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা হচ্ছে। রাজীব ও ইন্দিরা গান্ধীর রক্ষাকারীরাও একদিন হয়ত বিশেষ মত ও পথকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য দেশ প্রেমিকের মর্যাদায় উন্নত হবে।

ভারতের সন্ত্রাসবাদ বলতে মূলত জম্মু-কাশ্মীরের সংগঠিত নানা কার্যকলাপকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু সারা বছর ধরে উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিমে যে সন্ত্রাসবাদ ও নাশকতামূলক কার্যকলাপ হয় তা জনসাধারণের গোচর থেকে বহু দূরে মিডিয়ার পক্ষপাত মূলক খবর পরিবেশনের জন্য। সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য মোকাবিলার জন্য ১৯৬০ দশকে সন্ত্রাসবাদের জন্ম। ভারতে প্রাথমিকভাবে ছত্রিশগড়, ঝারখান্ড, উড়িষ্যা, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা, মহারাষ্ট্র,মধ্যপ্রদেশ, কেরালা সন্ত্রাসবাদের আখড়া। ভারত সরকারের পরিসংখ্যান অনুসারে জম্মু ও কাশ্মীরে ২০১৪ থেকে ১৮ সালের মধ্যে হামলা হয়েছে ১৭০৮ টি এবং তার ফলে সাধারণ মানুষের মৃত্যু হয়েছে ১৩৮ জনের, নিরাপত্তা রক্ষীর মৃত্যু হয় ৩৩৯ জনের এবং সন্ত্রাসবাদীরদের মৃত্যু হয় ৮৩৮ জনের। উক্ত সময়ে ঐ অঞ্চলে মারা যায় ১৩১৫ জনের। কিন্তু উত্তরপূর্ব ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ১৯১৪ থেকে ১৯১৮ সালের মধ্যে ২৪৪২ টি সন্ত্রাসবাদী হামলার ঘটনা ঘটে যার প্রায় ১০০ শতাংশ অমুসলিম সন্ত্রাসবাদীদের দ্বারা সংঘটিত। উত্তরপূর্ব ভারতে সন্ত্রাসবাদী হামলার ফলে মোট মৃত্যু হয় ৯৮২ জনের তার মধ্যে সাধারণ মানুষের ৩৬৬ জন, নিরাপত্তারক্ষী ১০৯ জন এবং সন্ত্রাসবাদী ৫০৮ জন। এছাড়া ভারতে বামপন্থা চরমপন্থী আন্দোলনে জর্জরিত এবং সবচেয়ে বেশি হামলা হয় বামপন্থী চরমপন্থার দ্বারা।ভারত সরকারের পরিসংখ্যান অনুসারে ১৯১৪ থেকে ১৮ সালের মধ্যে ৪৯৬৯ টি সন্ত্রাসবাদী হামলা হয় বামপন্থী সন্ত্রাসবাদীদের দ্বারা। উক্ত সংগঠনের দ্বারা বিভিন্ন হামলার ফলে মারা যান ২০৫৫ জনের তার মধ্যে সাধারণ মানুষের মৃত্যু হয় ৯৬৭ জনের, নিরাপত্তারক্ষীর মৃত্যু হয় ৩৫৪ জনের এবং ৩৭৩৫ জন সন্ত্রাসবাদীর মৃত্যু হয়। ভারতের পরিসংখ্যান থেকে সহজেই বোঝা যায় সন্ত্রাসবাদ ও সন্ত্রাসী হামলা শুধু একটি নির্দিষ্ট ধর্ম ও অঞ্চলের মধ্যে সংগঠিত নয়। অথচ এমন ঘটনা ঘটলে বারবার আঙুল উঠে মুসলমানদের ওপর।ভারতে সন্ত্রাসবাদ হামলা ও কার্যকলাপ লক্ষ্য করলে দেখা যায় অমুসলিম সংগঠন দ্বারা অধিকাংশ পরিচালিত। বিভিন্ন হিন্দু ও আদিবাসী অধ্যুষিত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে হয়। অথচ ভারতীয় মিডিয়ার সুবাদে মনে হয় সন্ত্রাসবাদ ও সন্ত্রাসী কার্যকলাপ কেবল মুসলমান ও তাদের পোষিত সংগঠন দ্বারা লালিত। কিন্তু দুর্ভাগ্য ৮২ শতাংশ সন্ত্রাসবাদী হামলা হয় হিন্দু অধ্যুষিত অঞ্চলে নানা অমুসলিম ধর্মাবলম্বী অনুসারীদের দ্বারা।

অথচ সন্ত্রাসবাদীকে যেভাবে গুরুত্ব দিয়ে দেখানো হয় তা কিন্তু অন্য অঞ্চলে সন্ত্রাসবাদী হামলা বলা হয় না।বহু মানুষ জানে না মাওদের হামলাও সন্ত্রাসবাদী হামলা।তবে কোন বিশেষ ধর্মীয় গোষ্ঠী ও ইসলাম ধর্মালম্বীদের সন্ত্রাসবাদী বলার আগে পর্যালোচনা করতে হবে, যাতে বিশেষভাবে সাধারণ মানুষ সামাজিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় ও ধর্মের মর্যাদা ক্ষুন্ন না হয়।

লেখক: ড. মুহাম্মদ ইসমাইল
সহকারী অধ্যাপক, দেওয়ান আব্দুল গণি কলেজ
মতামত লেখকের নিজস্ব

রাইসির হেলিকপ্টার বিধ্বস্তের পেছনে কি ইসরায়েলের হাত আছে

টাইমস অব ইন্ডিয়ার বিশ্লেষণ

হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত হয়ে মারা গেছেন ইরানের প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসি। ৬৩ বছর বয়সী রাইসি তাঁর কট্টরপন্থী নীতি ও দেশটির সর্বোচ্চ নেতা ইমাম খামেনির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের জন্য বেশ পরিচিত ছিলেন। ১৯৮৮ সালে তৎকালীন ইরান সরকার হাজারো রাজনৈতিক বন্দীর মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিল। সে সময় রাইসি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন। পরে তো তিনি দেশটির প্রেসিডেন্টই হলেন। তাঁর সময়ে ইরান ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণকে অস্ত্র বানানোর পর্যায়ের কাছাকাছি নিয়ে যায় এবং ইসরায়েলের ওপর ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলাও চালানো হয়।

গত রোববার ইরানের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় অঞ্চলে হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং অন্য কর্মকর্তাদের সঙ্গে রাইসির অপ্রত্যাশিত মৃত্যু ঘটে। রাইসির হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত হওয়ার ঘটনা অনেক জল্পনা-কল্পনার জন্ম দিয়েছে এবং পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় এ দুর্ঘটনা নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠেছে। ইরান যখন তার প্রেসিডেন্টকে হারানোয় শোকাচ্ছন্ন, তখন দেশটির ওপর অনিশ্চয়তার মেঘ ছড়িয়ে পড়েছে, যার প্রভাব পড়তে পারে মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে।

প্রেসিডেন্ট রাইসির মৃত্যু ইরানের অভ্যন্তরে ক্ষমতার বিরোধ ও সংকটের সূত্রপাতই করবে না, বরং এই অঞ্চলে তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাবও ফেলবে। মধ্যপ্রাচ্যে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনা ও সংঘাতের মধ্যে রাইসির মতো একজন গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের হঠাৎ অনুপস্থিতি ইরান এবং এর বাইরেও ক্ষমতার ভারসাম্যকে ব্যাহত করতে পারে। এই হেলিকপ্টার বিধ্বস্তের কারণ হিসেবে সরকারি ভাষ্যে বৃষ্টি, কুয়াশাসহ খারাপ আবহাওয়ার দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু এর পেছনে নাশকতা থাকতে পারে–এমন গুঞ্জনও উঠেছে।

বিতর্কিত নির্বাচনের মধ্য দিয়ে আবার ক্ষমতায় আসা এবং ইরানের ভেতরে-বাইরের নানা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি থাকা রাইসির এমন মৃত্যুর ঘটনায় ভেতরের শত্রু বা এমনকি ইসরায়েলের মতো বাইরের খেলোয়াড় বা ক্রীড়নকেরা যুক্ত কি না, সে প্রশ্ন উঠেছে।

রাইসির মৃত্যুতে ইসরায়েলের সম্পৃক্ততার সম্ভাবনা কতটুকু?

ইরান ও ইসরায়েলের মধ্যে ঐতিহাসিক বৈরিতার পরিপ্রেক্ষিতে কিছু ইরানি অনুমান করেছেন যে এ দুর্ঘটনার পেছনে ইসরায়েলের হাত থাকতে পারে। বিশেষজ্ঞরা অবশ্য রাইসির মৃত্যুর পেছনে ইসরায়েলের হাত আছে বলে মনে করছেন না। একজন ক্ষমতাসীন প্রেসিডেন্টকে হত্যা করা মানে সরাসরি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়া বা বলা যায় এর জন্য ইরানকে উসকে দেওয়ার চেষ্টা করা। উচ্চপদস্থ কোনো রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব নন, ইসরায়েল বরং সামরিক বা পারমাণবিক অবস্থান বা ব্যক্তিকে লক্ষ্যবস্তু বানানোর কৌশল নিয়ে থাকে।

ইকোনমিস্টের একটি প্রতিবেদনে এমনটি বলা হয়েছে। দামেস্কে ইরানের একজন জেনারেলকে ইসরায়েলের হত্যা এবং পরবর্তী সময়ে ইসরায়েলে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলাসহ দুই দেশের মধ্যে সাম্প্রতিক উত্তেজনার পরিপ্রেক্ষিতে রাইসির মৃত্যুর পেছনে ইসরায়েলের হাত থাকার ধারণা জোরদার হয়েছে।

তবে ইসরায়েলের গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদ ইরানি স্বার্থের বিরুদ্ধে কার্যক্রম চালানোর সঙ্গে জড়িত হিসেবে বিবেচিত হলেও সংস্থাটি কখনো কোনো রাষ্ট্রপ্রধানকে তাদের লক্ষ্যবস্তু বানায়নি।

বিশেষজ্ঞরা অবশ্য রাইসির মৃত্যুর পেছনে ইসরায়েলের হাত আছে বলে মনে করছেন না। একজন ক্ষমতাসীন প্রেসিডেন্টকে হত্যা করা মানে সরাসরি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়া বা বলা যায় এর জন্য ইরানকে উসকে দেওয়ার চেষ্টা করা। উচ্চপদস্থ কোনো রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব নন, ইসরায়েল বরং সামরিক বা পারমাণবিক অবস্থান বা ব্যক্তিকে লক্ষ্যবস্তু বানানোর কৌশল নিয়ে থাকে।

ইকোনমিস্টের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'রাইসির মৃত্যুর পেছনে ইসরায়েলের যুক্ততা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। কারণ ইসরায়েল কখনো কোনো রাষ্ট্রপ্রধানকে হত্যা করার দিকে যায়নি। এমন কিছু করতে যাওয়া মানে নিশ্চিতভাবেই যুদ্ধ শুরু করা এবং ইরানের তরফে কঠোর অবস্থান নেওয়ার পথ তৈরি করা।'

যাহোক, এমন একটি সময়ে হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত হওয়ার ঘটনাটি ঘটেছে, যা এই অঞ্চলের উত্তেজনাকে আরও বাড়িয়ে দেবে। ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে চলমান সংঘাতের মধ্যে লেবানন, সিরিয়া, ইরাক ও ইয়েমেনজুড়ে ইরানের প্রক্সি নেটওয়ার্ক ভূরাজনৈতিক পরিস্থিতিকে জটিল করে তুলবে। ইরানের নেতৃত্বের মধ্যে যেকোনো অস্থিরতা-সংঘাত বিস্তৃত করতে এই গোষ্ঠীগুলোকে উৎসাহিত করতে পারে।

দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া থেকে নেওয়া। পত্রিকাটির অনলাইনে আন্তর্জাতিক ডেস্ক থেকে লেখাটি প্রকাশ করা হয়েছে। ইংরেজি থেকে অনুবাদ

প্রথম নজর

প্রতিবন্ধী মিছিল ঘিরে পুলিশের সঙ্গে ধুন্ধুমার

উম্মার সেখ ● বহরমপুর

আপনজন: প্রতিবন্ধীদের মিছিল আটকাতে মূর্তি ধারণ বহরমপুর থানার পুলিশ। রীতিমতো বাঁশ দিয়ে ব্যারিকেট করে আটকালো প্রতিবন্ধীদের মিছিল।

নয় দফা দাবি নিয়ে মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত প্রতিবন্ধীরা আজ বহরমপুর বহরমপুরে একটি প্রতিবাদ মিছিল করেন।

বহরমপুর বহরমপুর মোহনা বাস স্ট্যান্ড থেকে শুরু করে টেক্সটাইল মোর হয়ে মুর্শিদাবাদের প্রশাসকের কাছে একটি ডেপুটেশন প্রদান করতে যাওয়ার কথা ছিল। এই মত অবস্থায় মিছিল শুরু হলে বহরমপুর কোর্ট চত্বর এলাকায় মিছিলটি পুলিশের দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হয়।

পুলিশ প্রথমে তাদের বাধা দেয় এবং তাদের মধ্যে থেকে ছয় জনকে ডেপুটেশন দেওয়ার জন্য অনুমোদন দেয়।

মুর্শিদাবাদ প্রতিবন্ধী সংগঠনের জেলা সম্পাদক রণ দাস জানান নয় দফা দাবির মধ্যে মানবিক ভাতা বৃদ্ধি, গৃহহীনদের সরকারি আবাস যোজনায় ঘর প্রদান, বিনা পয়সায় বেসরকারি পরিবহনের সুবিধা, একশ দিনের কাজের আওতায় তাঁদের আনা, শিক্ষিত প্রতিবন্ধীদের সরকারি কাজের সুবিধা ইত্যাদি বিষয়ে দাবি-দাওয়া নিয়ে তাদের আজকের এই বিক্ষোভ কর্মসূচি বলে জানান।

খুদে পড়ুয়াদের সামার ক্যাম্প হাতিয়াড়ায়

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: ঠিক ১০০ বছর আগের কথা। ২৪ পরগনা জেলায় শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র ছিল হাতিয়াড়া। মূলত শিক্ষার পিঠস্থান ছিল এটি। যাঁর সুদূরপ্রসারী চিন্তায় সেদিনের শিক্ষাচিন্তা আজও প্রবাহমান, তিনি হলেন বিশিষ্ট শিক্ষাসাধক মাওলানা এজাহারুল হক। যাঁর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন বিভিন্ন এলাকার স্বনামধন্য গুণী ব্যক্তিবর্গ। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে, গড়ে তুলেছিলেন একাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। রবিবার সকালে খুদে পড়ুয়াদের নিয়ে এক আকর্ষণীয় সামার ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়েছিল তাঁরই হাতে গড়া বসতবাড়ি হাতিয়াড়ার হক মঞ্জিলে। বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় হাতিয়াড়া প্রাইমারি স্কুলের কথা। সে যুগে এর সৌজন্যে কতজন যে শিক্ষার আলো পেয়েছিলেন, তা আজও ভুলতে পারেননি বিস্তীর্ণ এলাকার বিদ্বজনেরা। সেই শিক্ষালয়ের শততম বর্ষের ঘোষণা দিয়ে এদিনের কার্যক্রম শুরু করে গণিতে স্নাতকোত্তর পর্যায়ের ছাত্রী নাফিসা ইসমাত ও ফাহমিদা তৈয়েবা। এদিনের সামার ক্যাম্পে উপস্থিত ছিল ১২ টি স্কুলের ৪৩ জন ছাত্র-ছাত্রী। এদেরকে নিয়ে হাতে-কলমে করে দেখানো হয় মজার মজার অংকের খেলা, সংখ্যার ম্যাজিক, নামতা মুখস্ত না করে মনে রাখার পদ্ধতি, মূলদ সংখ্যার পরিচয়। অংক-বিজ্ঞানের পাশাপাশি ছিল 'ভুল করো না বাংলা-বানান' নিয়ে মজার উপস্থাপনা। ছিল নৈতিক ও মূল্যবোধ শিক্ষার আয়োজনও। বিশিষ্ট শিক্ষক গৌরাঙ্গ সরখেল, সুরাইয়া ইসলাম, মনির উদ্দিন আহমেদ প্রমুখ ছিলেন এদিন প্রশিক্ষকের ভূমিকায়। সমগ্র অনুষ্ঠানে অ্যাক্টিভ পার্টিসিপেশন-এর পুরস্কার জিতে নেয় আতাউল, মিসবাহ, মুসাফির। ক্লাস ফোর থেকে নাইন পর্যন্ত ক্লাসের অংশগ্রহণকারী ছাত্র-ছাত্রীরা বাড়ি থেকে এঁকে এনেছিল 'স্কুলের স্পোর্টস ডে' বিষয়ক আঁকা ছবি। উপস্থিত কতিপয় অভিভাবক এই উদ্যোগে খুবই খুশি। সাধারণ লেখাপড়ার পাশাপাশি ভিন্ন ধর্মী এই আয়োজনে জ্ঞানের গভীরতার সঙ্গে সঙ্গে অবশ্যই গড়ে তুলবে মূল্যবোধ, যা মাওলানা এজাহারুল হকের সুদূরপ্রসারী শিক্ষাচিন্তাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবে বলে মনে করে হক মঞ্জিল পরিবার।

ভোট দিলেন নওশাদ

আপনজন: ফুরফুরায় গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করলেন বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী। ছবি: আব্দুস সামাদ মন্ডল

হজ যাত্রীদের প্রতি....

আপনজন: ইহরাম পরে হজ যাত্রায় রওনা হজযাত্রীদের। দোয়ার আর্জি রাখেন রাজ্য হজ কর্তা মোঃ নাকি, পীরজাদা একেএম ফারহাদ, কুতুব উদ্দিন তরফদার, পীরজাদা আলহাজ্ব রাকিবুল আজিজ, সাহাজান আলী, আব্দুল হামিদ প্রমুখ।

হুগলিতে বিক্ষিপ্ত ঘটনা ছাড়া শান্তিতে ভোট

জিয়াউল হক ● হুগলি

আপনজন: গণতন্ত্রের উৎসবের পর এবার ফিরে যাচ্ছেন ভোট কর্মীরা, আজ সারা হুগলী জুড়ে অনুষ্ঠিত হলো লোকসভার পঞ্চম দফার ভোট, প্রার্থীরা ছিলেন তৃণমূলের রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজেপির লকেট চট্টোপাধ্যায়, ও সিপিএমের মনোদীপ ঘোষ, হুগলি জেলায় বিক্ষিপ্ত কয়েকটি ঘটনা ছাড়া বেশ শান্তিপূর্ণভাবেই ভোট মিটেছে, যদিও সারা হুগলি জুড়ে বহু বুথে ইভিএম মেশিন বিভ্রাটের কারণে সারাদিনে বহু বারই বিকল হয়ে পড়েছে মেশিন, তাই সময় শেষে সকলের হাতে ধরিয়ে দেয়া হয় একটি করে স্লিপ, এবং সময় শেষ হয়ে যাবার পরেও প্রায় রাত ৮ পর্যন্ত চলতে থাকে ভোট, এ বিষয় নিয়ে তৃণমূল প্রার্থী রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন এগুলো পুরোটাই উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে করা হয়েছে, না হলে সারা হুগলি জেলা জুড়ে এত মেশিন বিভ্রাট কেন, তিনি এও বলেন কেন্দ্র সরকার বুঝে গেছে হুগলিতে বিজেপি হারতে চলেছে সেই কারণেই কোন রকম ভাবে ভোট আটকাবার চেষ্টায় এই মেশিন বিকল করার পরিকল্পনা করেছে,

অন্যদিকে সকাল থেকেই তৃণমূল প্রার্থী রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় বলাগড় পান্ডুয়া এবং ধনিয়াখালির বহু বুথে পৌঁছে মানুষকে ভোট পর্বে অংশগ্রহণ করতে উৎসাহিত করেন, বুথে বুথে গিয়ে রচনা অভিযোগ করেন ইভিএম ম্যাশিন যেখানে রাখা রয়েছে সেখানটা প্রচন্ড অন্ধকার করে রাখা হয়েছে, মানুষ সিম্বল দেখতে পাচ্ছে না, এদিকে কোন অংশে কম যাননি বিজেপি প্রার্থী লকেট চট্টোপাধ্যায়, তিনিও সকাল থেকে বেরিয়ে পড়েছিলেন হুগলি জেলার বহু বুথে সাধারণ মানুষকে ভোট পর্বে অংশগ্রহণ করতে উৎসাহিত করার জন্য, তিনি যখনই ধনিয়াখালি বিধানসভার একটি বুথে পৌঁছান সেখানে মুখোমুখি হয়ে যান ধনিয়াখালি বিধানসভার বিধায়িকা অসীমা পাত্রর সাথে রীতিমতো দুই পক্ষের মধ্যে একে অপরের উদ্দেশ্যে চোর স্লোগান উঠতে থাকে, সেখান থেকে লকেট চট্টোপাধ্যায় পৌঁছান ভদ্রেশ্বরে সেখানে রীতিমতো তৃণমূলের কর্মীরা তাকে দেখে জয় বাংলা স্লোগান দিতে থাকে, অন্যদিকে লকেট ও তার কর্মীরাও জয় শ্রী রামের ধ্বনী তুলতে থাকেন, রীতিমতো চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয় সেই বুথে এলাকার মহিলারা হাতে জুতো নিয়ে লকেটের দিকে তেড়ে আসেন, তারা বলেন দীর্ঘ পাঁচ বছরে তাকে দেখা যায়নি আজ তিনি এসেছেন শান্তিপূর্ণ ভোটকেন্দ্রতে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে, অবশেষে পুলিশ ও সিআরপিএফের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে, এরই মাঝে খবর আসে চুঁচুড়া ইমামবাড়ার ২৭৪ নম্বর বুথে সকাল থেকেই বহুবার ইভিএম বিভ্রাট সৃষ্টি হওয়ায় প্রায় তিন ঘন্টা পিছিয়ে গেছে ভোট এলাকার বহু মানুষ লাইনে দাঁড়িয়ে ছিলেন সেই মুহূর্তে এলাকার তৃণমূল বিধায়ক অসিত মজুমদার অভিযোগ করেন ছটা বেজে যাওয়ার আগেই ওই বুথের প্রিসাইডিং অফিসার ও সিআরপিএফ এর জওয়ানরা সাধারণ মানুষকে বার করে দেয় , বহু মানুষ ভোট থেকে বাদ পড়ে যায়, তৃণমূল বিধায়ক অসিত মজুমদার ধর্নায় বসে পড়েন সেই বুথের গেটের সামনে প্রায় ঘন্টাখানেক চলতে থাকে ধর্না অবশেষে তিনি সাংবাদিকদের জানান এই বুথে রিপোলের আবেদন করা হয়েছে তাই এই ধরনা তুলে নেওয়া হল আগামী দিনে তার দাবি এই বুথে সমস্ত ভোটটাই আবার নতুন করে নেওয়া হোক, সব মিলিয়ে বিক্ষিপ্ত ঘটনা ছাড়া শান্তিতে ভোট হুগলিতে।

অলচিকি ভাষা চালুর দাবিতে পাকুয়াহাট কলেজে ডেপুটেশন

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: আশেক মালদা জেলা কমিটির পক্ষ থেকে পাকুয়াহাট ডিগ্রী কলেজে ডেপুটেশন শিক্ষাবর্ষে আদিবাসী অল চিকি ভাষার দাবিতে। এবার মালদা জেলাতেই সাঁওতালি ভাষায় অনার্স করতে পারবেন সেই আসাই পড়ুয়ারা গত বছর, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিনে পাকুয়াহাট ডিগ্রি কলেজে ভর্তি হয় প্রায় ৩০ জন ছাত্র ছাত্রী। উত্তরবঙ্গে প্রথম মালদা জেলাতেই সাঁওতালি ভাষায় অনার্স কোর্স চালু হচ্ছে। রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত খুশির হাওয়া ছড়িয়ে দিয়েছে জেলার আদিবাসী সমাজে।শুধু আদিবাসী সমাজই নয়, গোটা গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে এই খবর গর্বের।আর এখন প্রথম বর্ষের পরীক্ষা না দিতে পেরে চিন্তায় পড়েছে আদিবাসী সম্প্রদায়ের ছাত্র ছাত্রীরা।"পাকুয়াহাট ডিগ্রি কলেজে সাঁওতালি ভাষায় অনার্স প্রথম সেমিস্টার আদিবাসী ভাষার কোন শিক্ষক নিয়োগ না হওয়ায় সমস্যা মুখে পড়ল ছাত্রছাত্রীরা। পাকুয়াহাট ডিগ্রী কলেজ এর তরফ থেকে

একটি বিজ্ঞপ্তি মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয় তারা অন্য বিষয়ের পরীক্ষা দিতে পারবেন আদিবাসী ভাষায় পরীক্ষা দিতে পারবেন না প্রথম সেমিস্টারের। আগামী বছর দ্বিতীয় সেমিস্টারের আদিবাসী ভাষাই পরীক্ষা দেওয়া যাবে আশেক মালদা জেলা কমিটির পক্ষ থেকে পাকুয়াহাট ডিগ্রী কলেজে ডেপুটেশন দিলেন আদিবাসী ভাষা তথা অল চিকি ভাষার শিক্ষকের দাবিতে এদিন একটি স্মারকলিপি তুলে দিলেন কলেজ কর্তৃপক্ষ হাতে।তাদের চারটি দাবি জানিয়ে স্মারকলিপি তুলে দেন দাবিতে লেখা ছিল অতি শীঘ্রই পাকুহাট ডিগ্রী কলেজে সাঁওতালি বিভাগে অন্য সময়ের জন্য অধ্যাপক নিয়োগ করতে হবে, অতি শীঘ্রই সাঁওতালি ভাষায় পঠন পাঠন চালু করতে হবে নয়তো অন্য বিভাগের পঠন-পাঠন বন্ধ করতে হবে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দ্বিতীয় সেমিস্টারের পরীক্ষা বন্দোবস্ত করতে হবে, সমস্ত সেমিষ্টারে মূল্যায়ন পত্র সাঁওতালি ভাষায় তথা অলচিকি হরফে করতে হবে এই দাবি জানিয়ে কলেজ কর্তৃপক্ষের হাতে একটি স্মারকলিপি তুলে দেন।

বিষ্ণুপুরে তৃণমূল ও বিজেপির সংঘর্ষ

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: বিষ্ণুপুর থানার চুয়ামসিনা গ্রামে বিজেপি ও তৃণমূলের সংঘর্ষ আহত উভয় পক্ষের বেশ কয়েকজন। থানায় লিখিত অভিযোগ তৃণমূলের। থানার ভেতরে দাঁড়িয়ে পুলিশকে কুকুর বলে মন্তব্য সৌমিত্র খাঁর।

বিষ্ণুপুর থানার দারাস্থ বিষ্ণুপুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি। বিষ্ণুপুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি মহাদেব মালের অভিযোগ বিষ্ণুপুর ব্লকের চুয়ামসিনা গ্রামে তৃণমূল কর্মীরা প্রচার সেরে গ্রামের মাঝে একটি মাচায় বসে ছিলেন। ঠিক তখনই অতর্কিত বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরা তৃণমূল কর্মীদের ওপর চড়াও হয়। ঘটনায় আহত হয় দুই মহিলা সহ চারজন তৃণমূল কর্মী।

অন্যদিকে বিজেপির অভিযোগ গতকাল বিজেপি কর্মীরা, নিকুঞ্জপুড়ে নরেন্দ্র মোদীর সভায় গিয়েছিল বলে দুই বিজেপি মহিলা কর্মীর ওপর আক্রমণ করে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা। এরপরই বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী সৌমিত্র খাঁ বিষ্ণুপুর থানায় যায়। সেখান থেকে চাঞ্চল্যকর মন্তব্য করে বসেন সৌমিত্র খাঁ। তিনি বলেন আইসিকে ফোন করলেও সে ফোন ধরেনি। এরপরেই থানায় দাঁড়িয়ে পুলিশের উদ্দেশ্যে বলেন এরা তৃণমূলের কুকুরের মত কাজ করছে। তৃণমূলের কুকুর এগুলো। তিনি আরো বলেন আজকে যদি এইরকম ঝামেলা থাকে আমরা রাস্তা অবরোধ করতে বাধ্য থাকব। এরপরেই থানায় নিজের ক্ষমতা জাহির করতে না পেরে কয়েকজন দলীয় কর্মীকে নিয়ে সোজা চলে যায় রাধানগর পুলিশ ফাঁড়ির সামনে। সেখানে রাধানগর পুলিশ ফাঁড়ির সামনে বিষ্ণুপুর সোনামুখী গুরুত্বপূর্ণ এই রাস্তায় বসে পথ অবরোধ করে সৌমিত্র খাঁ। কিছুক্ষণ অবরোধ করার পর নিজেরাই রাস্তা ছেড়ে উঠে পড়ে। তবে বিজেপি কর্মীদের মারধর করা হয়েছে এই বিষয় এখনো পর্যন্ত বিজেপির পক্ষ থেকে থানায় কোনরকম লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়নি। বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী সুজাতা মন্ডল বলেন বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী নিশ্চিত বুঝে গেছেন তিনি হেরে গেছেন। তাই তিনি হতাশাগ্রস্ত হয়ে এতটাই নিচে নেমে গেছেন।

সাত বছরের শিশুর ডুবে মৃত্যু ক্যানেলে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: আত্মীয়ের বাড়ি বিয়ে খেতে গিয়ে ফিডার ক্যানেলে তলিয়ে মৃত্যু সাত বছরের এক শিশু কন্যার। সোমবার তলিয়ে যাওয়া স্থান থেকে বেশ কিছুটা দূরত্বে সামশেরগঞ্জের পুঠীমারি ব্রিজ সংলগ্ন এলাকা থেকে ওই শিশু কন্যার মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, মৃত ওই শিশু কন্যার নাম আয়েশা খাতুন(৭)। তার বাড়ি মুর্শিদাবাদের ফারাক্কা থানার অন্তর্গত খোদাবন্দপুর গ্রামে। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার সকালেই পরিবারের লোকজনের সঙ্গে ফরাক্কা থানার অন্তর্গত খোদাবন্দপুর গ্রাম থেকে সামশেরগঞ্জ থানার উত্তর কৃষ্ণনগর গ্রামে আত্মীয়ের বাড়ি বিয়ে খেতে এসেছিল ওই শিশু কন্যা আয়েশা খাতুন। ফিডার ক্যানেল সংলগ্ন এলাকায় ছিল ওই বিয়েবাড়ি। দুপুরের পর থেকেই হঠাৎ ওই শিশু কন্যা নিখোঁজ হয়ে যান। বহু খোঁজাখুঁজি করেও না পাওয়াই রাতে থানায় নিখোঁজ ডাইরিও করেন পরিবারের সদস্যরা। যদিও সোমবার সকালেই সামশেরগঞ্জের পুঠীমারি ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় ভাসতে দেখা যায় ওই শিশু কন্যার মৃতদেহ। বিষয়টি নজরে আসতে স্থানীয় মাঝি এবং বাসিন্দারা খবর দেন পুলিশ প্রশাসনকে। তারপরেই পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে।

ট্রেনে হকারদের বিক্রি বন্ধের বিরুদ্ধে মিছিল

সেখ রিয়াজুদ্দিন ও আজিম সেখ ● বীরভূম

আপনজন: রেল স্টেশন সহ রেলের মধ্যে হকারি করে বহু মানুষের জীবন জীবিকা নির্বাহ করে। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার তথা নরেন্দ্র মোদী অমৃত ভারত রেল স্টেশন গড়ার নামে বহু মানুষের পেটে লাথি মারছে। ঘুরপথে যদি দেখা যায় তাহলে বিজেপির ফান্ডে ইলেকট্রল বন্ড সহ বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করে তাদের মোটা অঙ্কের টাকা ঢালছে। বিনিময়ে সেই আদানী আমবানী, আইআরসিটিসি নামক গোষ্ঠীর হাতে রেলের জমিদারত্ব তথা তাদের একচেটিয়া ব্যবসা করার ছাড়পত্র দিচ্ছে। আগামী ৪ ই জুন লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল। মোদী সরকারকে গদি থেকে নামিয়ে ছাড়বে। তখন সমগ্র দেশজুড়ে যে হকারদের সমস্যা তা সমাধান হবে। এছাড়া আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে নামা হবে বলে এক সাক্ষাৎকারে বললেন বীরভূম জেলা আইএনটিটিইউসি র জেলা সভাপতি ত্রিদিব ভট্টাচার্য। ২০ মে সোমবার রেলের হকারদের বিভিন্ন দাবিদাওয়া নিয়ে রামপুরহাটে স্টেশন ম্যানেজারকে স্মারকলিপি জমা দেন আইএনটিটিইউসি সমর্থিত ন্যাশনালিস্ট রেলওয়ে হকার'স ইউনিয়ন। এই উপলক্ষে হকারদের সমর্থনে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা রামপুরহাট শহর পরিক্রমা করে রেলস্টেশনে জমায়েত হয়ে হকারদের ক্ষোভ বিক্ষোভের কথা ব্যক্ত করেন। কিছুক্ষণ অবস্থান বিক্ষোভ করার পর সংগঠনের পক্ষ থেকে কয়েকজন প্রতিনিধি গিয়ে রামপুরহাট স্টেশন ম্যানেজারের নিকট রেলের হকারদের বিভিন্ন দাবি দাওয়া সম্বলিত স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। স্টেশন ম্যানেজার দাবিগুলো গুরুত্ব দিয়ে শোনেন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন বলে সংগঠন নেতৃত্বের দাবি। স্মারকলিপি প্রদান কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন আইএনটিটিইউসি বীরভূম জেলা সভাপতি ত্রিদিব ভট্টাচার্য, ন্যাশনালিস্ট রেলওয়ে হকার'স ইউনিয়নের কার্যকরী সভাপতি আব্দুর রেকিব, স্বপন সরদার প্রমুখ নেতৃত্ব।

বিয়ের তিন মাসের মধ্যে বধূর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: বিয়ের মাত্র তিন মাসের মধ্যে অস্বাভাবিক মৃত হল সাগরপাড়ার এক নববধূর। নিজের ঘরেই গৃহবধূর ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।ঘটনায় শ্বশুরবাড়ির লোকজনের বিরুদ্ধে শ্বাসরোধ করে খুনের অভিযোগ মেয়ের বাবার বাড়ির লোকজনের। অভিযোগ অস্বীকার শ্বশুরবাড়ির লোকজনের। ঘটনাটি ঘটেছে, সোমবার সকালে মুর্শিদাবাদের সাগরপাড়া থানার চকরামপ্রসাদ মাধবপুর পীরতলা এলাকায়। ঘটনার পর ওই এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। জানা যায়,ইসলামপুর থানার হেড়ামপুর পাচরাহা এলাকার মামার বাড়ি থেকে শিউলি খাতুন নামের বয়স ১৬ এক যুবতির সঙ্গে সাগরপাড়া থানার চকরামপ্রসাদ মাধবপুর পীরতলা এলাকার মোসফির বিশ্বাস ওরফে মতির সঙ্গে তিনমাস আগে দেখাশোনা করে বিয়ে হয়। ছেলে হেরোইনের নেশা করতো বলে মৃতের পরিবারের দাবি। তার স্ত্রী নেশা করার প্রতিবাদ করাই তাকে গলা টিপে মেরে ঝুলিয়ে দিয়েছে বলে

অভিযোগ করেন। বিয়ের পর থেকেই সামান্য বিষয় নিয়ে ছোটখাটো ঝামেলা চলত। এক সপ্তাহ আগে শিউলি খাতুন মামার বাড়ি বেড়াতে গিয়েছিল,তারপর গতকাল বিকেলে স্বামীর সঙ্গে নিজের বাড়ি ফিরে আসে। সোমবার সকালে ঘুম থেকে উঠে শ্বশুরবাড়ির লোকজন দেখে নিজের ঘরের সিলিং ফ্যানের সঙ্গে ঝুলছে শিউলি। এরপর তাকে উদ্ধার করে সাগরপাড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। মেয়ের মামা জানান,সব ঠিকঠাক ছিল,কেন এমন করল বুঝতে পারছি না। মনে হচ্ছে ওকে মেরে ঝুলিয়ে দিয়েছে। আমরা প্রশাসনের কাছে এর বিচার চাই। যদিও ছেলের পরিবারের দাবি, মেয়ে নিজের ইচ্ছায় আত্মহত্যা করেছে।

জাঙ্গিপাড়া থেকে সরানো হল বাহিনী

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হুগলি

আপনজন: হুগলি জেলার জাঙ্গিপাড়ার একটি বুথের দায়িত্বে থাকা কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের পুরো টিমকে সরিয়ে দিল কমিশন। হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়ার পাশাপাশি জাঙ্গিপাড়াতে এক জওয়ানের বিরুদ্ধে ঘর থেকে এক মহিলাকে তুলে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ আসে। ওই জওয়ানকে গ্রামবাসীরা হাতেনাতে ধরে গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখে। পরে পুলিশ এসে উদ্ধার করে। এই ঘটনায় শোরগোল পড়ে যায়। এরপরই সেখানকার একটি বুথের দায়িত্বে থাকা কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের পুরো টিমকে সরিয়ে দেয় কমিশন। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক আরিজ আফতাব সোমবার জানান, ১৯৯২ টি মোট অভিযোগ জমা পড়ে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

স্ত্রীর মর্যাদার দাবিতে ধর্না দিয়ে প্রহৃত!

তানজিমা পারভিন ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: শ্বশুরবাড়িতে প্রবেশাধিকার ও স্ত্রীর মর্যাদার দাবিতে হাতে বিয়ের প্রমাণপত্র নিয়ে ধর্নায় বসলেন এক যুবতী। বাড়ির সামনে থেকে ধর্না তুলে নিতে যুবতীকে শারীরিকভাবে নিগ্রহের অভিযোগ উঠেছে ছেলের মা সহ পরিবারের অন্যান্যদের বিরুদ্ধে। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন তরুণী। ঘটনাকে ঘিরে রবিবার সকাল থেকেই চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার রশিদাবাদ গ্রাম পঞ্চায়েতের কতোল গ্রামে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যান হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিস। যুবতীর অভিযোগ,যে বাড়ির সামনে তিনি ধর্না চালাচ্ছেন সেই বাড়ির ছেলে বাপ্পি আলম। ১ মাস ৯ দিন আগে ঈদের দিন তাকে বিয়ে করেছে। বিয়ে করার পরেও ছেলে তাকে স্ত্রীর মর্যাদা দিয়ে ঘরে তুলতে চাইছে না। এদিকে ছেলে ও তার পরিবারের লোকেরা বাড়ি ছেড়ে গা ঢাকা দিয়েছে। তবে ছেলে বিয়ে করার কথা স্বীকার করে নিলেও পরিবারের চাপে যুবতীকে স্ত্রীর মর্যাদা দিতে অস্বীকার করছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে ওই যুবতীর বাড়ি বিহারের কটিহার জেলায়। তবে হরিশ্চন্দ্রপুরের গিধীনপুকুর গ্রামে দাদুর বাড়িতে থাকতেন। মাস চারেক আগে সোশ্যাল মিডিয়ায় পাশের কতোল গ্রামে ট্রাক্টর চালক বাপ্পির সঙ্গে তার প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠে। যুবকের প্রেমের প্ররোচনায় পা দিয়ে তিনি প্রথম পক্ষের স্বামীকে ডিভোর্স পর্যন্ত দেন। এরপরে ওই যুবকের সঙ্গে বিয়ে হয়। কিন্তু স্ত্রীর মর্যাদা দিয়ে বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার কথা বললে ওই যুবক ও তার পরিবার বেকে বসে। এরপরই এদিন সকালে ওই যুবতী ওই যুবকের বাড়ির সামনে ধর্নায় বসলে তাকে প্রচন্ড মারধর করেন ছেলের মা নিলুফা বিবি সহ পরিবারের লোকেরা বলে অভিযোগ। যুবতী বলেন, মুসলিম আইনানুযায়ী আমাকে বিয়ে করেছে যুবক। আমার হাতে বিয়ের প্রমাণপত্র আছে। ছেলে কথা দিয়েছিল বিয়ের কয়েকদিন পর বাড়িতে নিয়ে যাবে। এখন পরিবারের চাপে ঘরে তুলতে চাইছে না। ছেলের বাড়ির সামনে ধর্নায় বসলে ছেলের মা ও তার পরিবারের লোকেরা আমাকে প্রচন্ড মারধর করেছে। তবে ছেলের বক্তব্য, আমি তাকে বিয়ে করলেও প্রথম পক্ষের স্বামী তাকে এখনো পর্যন্ত ডিভোর্স দেইনি। তাই আমি তাকে স্ত্রীর মর্যাদা দিয়ে ঘরে তুলতে পারব না। হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিস জানায়, বিষয়টি খতিয়ে দেখছে পুলিশ। '

কৃতিদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন

মুহাম্মদ জাকারিয়া ● করণদিঘী

আপনজন: দোমোহনা এলিট ওয়েলফেয়ার সোসাইটির পরিচালনায় করণদিঘী ব্লকের বিকৌরে অবস্থিত নর্থ বেঙ্গল এলিট কলেজিয়েন্ট স্কুলের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র ছাত্রীদের সংবর্ধনা দেওয়া হয় সোমবার। প্রদীপ প্রজননের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করা হয় প্রতিষ্ঠানের সভা কক্ষে। পাশাপাশি এদিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। দোমোহনা এলিট ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সম্পাদক মোহাম্মদ আবুল কালাম নিউজ সেভেন বাংলার মুখোমুখি হয়ে জানান নর্থ বেঙ্গল এলিট কলেজের স্কুল অথার্ৎ নর্থ বেঙ্গল এলিট কলেজিয়েন্ট স্কুলের প্রথম ব্যাচের ছাত্রছাত্রীরা এ বছর মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দেয়। প্রথম বছর হিসেবে এ বছর আমাদের পরীক্ষার্থীরা বেশ ভালো ফলাফল করেছে। আমাদের ছেলেমেয়েরা যে রেজাল্ট করেছে সেটা খুব ভালো।

কোপা আমেরিকার আগে ব্রাজিল দলে বড় ধাক্কা, ছিটকে গেলেন এদেরসন

আপনজন ডেস্ক: কোপা আমেরিকার আগে বড় এক ধাক্কাই খেল ব্রাজিল। চোখের চোটের কারণে দল থেকে ছিটকে গেছেন গোলকিপার এদেরসন।
ম্যানচেস্টার সিটির এই গোলকিপারের জায়গায় ব্রাজিল কোচ দরিভাল জুনিয়র কোপা আমেরিকার দলে নিয়েছেন সাও পাওলোর রাফায়েলকে।
গোলকিপিং পজিশনে এই পরিবর্তন ছাড়া দলে আরও তিনজন খেলোয়াড় যোগ করেছেন দরিভাল। দক্ষিণ আমেরিকান ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা কনমেবল কোপা আমেরিকার জন্য ২৬ জনের স্কোয়াড গড়ার বিষয়টি অনুমোদন দিয়েছে সম্প্রতি। এর আগে ব্রাজিলের কোচ কোপা আমেরিকার জন্য ২৩ জনের দল ঘোষণা করেছিলেন।
কোপা আমেরিকার ব্রাজিল দলে নতুন করে যোগ হয়েছেন জুভেন্টাসের ডিফেন্ডার ব্রেমের, আতালান্তার মিডফিল্ডার এদেরসন ও পোর্তোর ফরোয়ার্ড পেপেকে। এদেরসন চোট পেয়েছিলেন গত সপ্তাহে। প্রিমিয়ার লিগে টটেনহামের বিপক্ষে সিটির ২-০ গোলে জেতা ম্যাচে প্রতিপক্ষের আর্জেন্টাইন ডিফেন্ডার ক্রিস্তিয়ান রোমেরোর সঙ্গে ধাক্কা লেগে আই-সকেটে চিড় ধরেছে তাঁর।
এবারের কোপা আমেরিকায় ব্রাজিলের অভিযান শুরু হবে ২৪ জুন কোস্টারিকার বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে। গ্রুপ 'ডি'তে ব্রাজিলের অপর দুই প্রতিপক্ষ কলম্বিয়া ও প্যারাগুয়ে। মহাদেশীয় প্রতিযোগিতার আগে মেক্সিকো ও যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে দুটি আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচ খেলবে ব্রাজিল, ম্যাচ দুটি হবে যথাক্রমে ৯ ও ১৩ জুন।
কোপা আমেরিকার ব্রাজিল দল
গোলকিপার: আলিসন, রাফায়েল, বেন্তো।
ডিফেন্ডার: বেরালদো, এদের মিলিতাও, গ্যাব্রিয়েল, মারকিনিওস, দানিলো, ইয়ান কৌতো, গিলের্মে আরানাল, ওয়েন্দেল, ব্রেমের।
মিডফিল্ডার: আন্দ্রেয়াস পেরেইরা, ব্রুনো গিমারেজ, দগলাজ লুইজ, হোয়াও গোমেজ, লুকাস পাকেতা, এদেরসন।
ফরোয়ার্ড: এনড্রিক, ইভানিলসন, গ্যাব্রিয়েল মার্তিনেল্লি, রাফিনিয়া, রদ্রিগো, সাভিনিও, ভিনিসিয়ুস জুনিয়র, পেপে।

ম্যানচেস্টার সিটি যে ৫ কারণে প্রিমিয়ার লিগ জিতল

আপনজন ডেস্ক: ম্যানচেস্টার সিটিতে চলছে উৎসব আর ফুটবল পণ্ডিতেরা মেতে আছেন বিশ্লেষণে—কীভাবে প্রিমিয়ার লিগের মতো একটি কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বিতাময় জায়গায় টানা চতুর্থ শিরোপা জিতল সিটি। সংবাদ সংস্থা এএফপি সিটির এবারের প্রিমিয়ার লিগ জয়ের পাঁচটি কারণ বের করেছে। দেখে আসা সেই ৫ কারণ—
ওর্তেগার গুরুত্বপূর্ণ সেভ
গত বুধবার টটেনহামের মাঠে দলটির সন হিউং-মিন যখন সবাইকে পেছনে ফেলে ম্যান সিটির গোলকিপার স্টেফান ওর্তেগাকে একা পেলেন, সবাই ধরে নিয়েছিলেন এটা নিঃসন্দেহে গোল হতে যাচ্ছে। সেই সময় এদেরসনের চোটের কারণে বদলি হিসেবে নামা সিটির দুই নম্বর গোলকিপার ওর্তেগা দৌড়ে ছুটে এলেন। পা দিয়ে সনের নেওয়া শট ঠেকিয়েও দিলেন। সিটিও তাই সেই সময় ১-০ গোলে এগিয়ে থাকে। কয়েক মিনিট পর পেনাল্টি থেকে গোল করে আর্লিং হলান্ড সিটির পক্ষে ব্যবধান ২-০ করেন। জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে পেপ গার্দিওলার দল। আর্সেনালের চেয়ে ২ পয়েন্টে এগিয়ে থেকে শেষ ম্যাচে যায় তারা।
দুর্দান্ত ফিল ফোডেন
কেভিন ডি ব্রুইনার আড়াল থেকে এ মৌসুমেই যেন বেরিয়ে আসেন ফিল ফোডেন। দলের জন্য হয়ে ওঠেন গুরুত্বপূর্ণ সৃষ্টিশীল এক শক্তি। মৌসুমের প্রথম ম্যাচেই চোটে পড়েছিলেন ডি ব্রুইনা। তিনি মাঠে ফেরেন এ বছরের জানুয়ারিতে। এটা ফোডেনকে মাঝমাঠের মাঝে খেলতে সুযোগ করে দেয়। আর এই পজিশনে খেলতেই সবচেয়ে পছন্দ করেন ইংলিশ মিডফিল্ডার। সব ধরনের প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ২৭ গোল আর ১১ অ্যাসিস্টে সুযোগটা ভালোভাবেই কাজে লাগান তিনি। প্রিমিয়ার লিগের মৌসুমসেরার স্বীকৃতিও পেয়েছেন এই ইংলিশ।
ভাগ্যকবচ রদ্রি
রদ্রি ম্যানচেস্টার সিটির দলে থাকলে তারা কখনো হারে না। এটা সহজ অঙ্ক। রদ্রি খেলেছেন, সিটি এমন কোনো ম্যাচ হারেনি—এটা হয়ে আসছে ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে। যদিও তিনি অনেক সময়ই কেভিন ডি ব্রুইনা, আর্লিং হলান্ড আর ফিল ফোডেনদের আড়ালেই থেকেছেন। কিন্তু যখনই সুযোগ পেয়েছেন, নিজের কাজটা ঠিকঠাক করে গেছেন রদ্রি। ২০২৩-২৪ মৌসুমে প্রিমিয়ার লিগে যেকোনো খেলোয়াড়ের চেয়ে রদ্রি বেশি পাস আর বলে বেশি স্পর্শ দিয়েছেন। পাশাপাশি লিগে সতীর্থদের দিয়ে ৮টি গোলও করিয়েছেন তিনি ম্যাচ সেরার পুরস্কার হাতে রদ্রি
ম্যাচ সেরার পুরস্কার হাতে রদ্রিছবি: টুইটার
আর্সেনাল-লিভারপুলের হোঁচট
১৪ এপ্রিল ২০২৪—তারিখটি হয়তো গার্দিওলার বর্ষপঞ্জিতে দাগাঙ্কিত থাকবে। কারণ, এই দিনই এ মৌসুমের শিরোপা দৌড় সিটির দিকে ঝুঁকে পড়ে। ওই সপ্তাহে শিরোপার লড়াইটা ছিল ত্রিমুখী—আর্সেনাল, সিটি ও লিভারপুলের। ১৩ এপ্রিল লুটনকে ৫-১ গোলে হারায় সিটি। কিন্তু ইয়ুর্গেন ক্লপের লিভারপুল ঘরের মাঠে ক্রিস্টাল প্যালেসের কাছে হেরে যায় ১-০ গোলে। পরের দিন আর্সেনালও ঘরের মাঠে অ্যাস্টন ভিলার কাছে হারে ২-০ গোলে। লিভারপুল এরপরই শিরোপা লড়াই থেকে ছিটকে পড়ে। আর্সেনাল শেষ পর্যন্ত সিটিকে চাপে রাখলেও সেটা যথেষ্ট ছিল না।

সল্টের অভাব পূরণের চ্যালেঞ্জ কেকেআর-এর

আপনজন ডেস্ক: ১১ মে আইপিএলের এ মৌসুমে নিজের শেষ ম্যাচটি খেলেন ফিল সল্ট। পাকিস্তানের বিপক্ষে ২২ মে থেকে শুরু টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলতে এরপর দেশে ফিরে যান এই ইংলিশ উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান। সল্টের জায়গায় খেলার কথা আফগানিস্তানের রহমানউল্লাহ গুরবাজের। তবে প্লে-অফের আগে গুরবাজ মাঠেই নামতে পারলেন না! শুধু গুরবাজ কেন, ১১ মে মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের বিপক্ষে ওই ম্যাচের পর থেকে মাঠে নামার সুযোগ হয়নি কলকাতারই। ১৩ মে আহমেদাবাদে গুজরাট টাইটানসের বিপক্ষে ম্যাচটি ভেসে যায় বৃষ্টির কারণে। সে ম্যাচে টসই হতে পারেনি। অবশ্য ওই ম্যাচ পরিত্যক্ত হয়ে যাওয়ার পর শীর্ষ দুইয়ে থেকে লিগ পর্ব শেষ করা নিশ্চিত হয় কলকাতার।
গতকাল গুয়াহাটিতে রাজস্থান রয়্যালসের বিপক্ষে ম্যাচটি আগামীকাল প্রথম কোয়ালিফায়ারের আগে হওয়ার কথা ছিল গা-গরমের। সে ম্যাচও ভেসে গেছে বৃষ্টিতে। পার্থক্য বলতে, এবার টস হতে পেরেছিল। তবে এবারও একটি বলও মাঠে গড়াতে পারেনি। ফলে আগামীকাল সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিপক্ষে কলকাতা খেলতে নামবে ১০ দিনের বিরতির পর!
আইপিএলের যা সূচি, তাতে এমন বিরতি বেশ লম্বাই। তার ওপর সল্ট চলে যাওয়ায় দলের কম্বিনেশনটাও একটু যাচাই করে দেখার সুযোগ হারিয়েছে শেষ পর্যন্ত শীর্ষে থেকেই লিগ পর্ব শেষ করা কলকাতা। এমনিতে প্লে-অফে রিজার্ভ ডে থাকার কথা। তবে কোয়ালিফায়ারও শেষ পর্যন্ত মাঠে গড়াতে না পারলে আইপিএলের নিয়ম অনুযায়ী পয়েন্ট তালিকায় এগিয়ে থাকা কলকাতাই যাবে ফাইনালে। এরপরও সল্টের শূন্যস্থান পূরণের চ্যালেঞ্জ কলকাতার থাকছেই। এ মৌসুমের আগে হয়ে যাওয়া নিলামে কোনো দল সল্টকে নেয়নি, জেসন রয় নিজেকে সরিয়ে নেওয়ায় কলকাতা তাঁকে দলে ভেড়ায়। সুনীল নারাইনের সঙ্গে সল্টের উদ্বোধনী জুটি এরপর হয়ে ওঠে কলকাতার সাফল্যের অন্যতম অংশ। ১২ ইনিংস একসঙ্গে খেলে দুজন যোগ করেন মোট ৫৫৯ রান, ৪৬.৫৮ গড়ে যে জুটি ওভারপ্রতি তোলেন ১২.৪৬ রান। সল্ট নিজে ১২ ইনিংসে ১৮২ স্ট্রাইক রেটে করেন ৪৩৫ রান।
হায়দরাবাদের বিধ্বংসী ব্যাটিং লাইনআপের জবাব দিতে নারাইন-সল্টের উদ্বোধনী জুটি গুরুত্বপূর্ণ ছিল কলকাতার। এমনিতে গুরবাজও তাঁর বিস্ফোরক ব্যাটিংয়ের জন্য পরিচিত, তবে বিরতির পর প্রথম কোয়ালিফায়ারে এখন কোনো রকম ম্যাচ-প্রস্তুতি ছাড়াই নেমে পড়তে হবে তাঁকে। অবশ্য প্রথম কোয়ালিফায়ার বলেই হারলেও ফাইনালে যাওয়ার আরেকটি সুযোগ পাবে কলকাতা বা হায়দরাবাদ।
অন্যদিকে গতকাল কলকাতার সঙ্গে ম্যাচ ভেসে যাওয়ার পর এলিমিনেটর অবস্থানে নেমে যেতে হয়েছে রাজস্থানকে। গতকাল জয় পেলে শীর্ষ দুইয়ে থাকা নিশ্চিত হতো তাদের। অবশ্য এমনিতেও দলটি হেরে চলেছে একের পর এক ম্যাচ। প্রথম ৯ ম্যাচের ৮টিতে জেতা রাজস্থান পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে থেকেই লিগ শেষ করবে, একটা সময় মনে হচ্ছিল এমন। কিন্তু টানা চারটি হারে পিছিয়ে পড়তে থাকে তারা। প্লে-অফ নিশ্চিত হতেও সময় লাগে তাদের। বিশ্বকাপের আগে প্রস্তুতি সিরিজ, নেই ওয়েস্ট ইন্ডিজ বা দক্ষিণ আফ্রিকার অধিনায়ক
তার ওপর জাতীয় দলের সিরিজের জন্য রাজস্থানকে আগেই ছেড়ে গেছেন ইংল্যান্ড অধিনায়ক জস বাটলার। তাঁর জায়গায় আরেক ইংলিশ ব্যাটসম্যান টম কোলার-ক্যাডমোরকে খেলিয়েছিল রাজস্থান, তবে আইপিএল অভিষেকে তিনি মোটেও সুবিধা করতে পারেননি। পাঞ্জাব কিংসের কাছে হারা ম্যাচে ওপেনিংয়ে নেমে ২৩ বলে মাত্র ১৮ রান করেন কোলার-ক্যাডমোর। সর্বশেষ কয়েকটি ম্যাচে অবশ্য দলটির বড় দুশ্চিন্তা মিডল অর্ডারই।
এদিকে জাতীয় দলের সিরিজ থাকলেও ওয়েস্ট ইন্ডিজ অধিনায়ক রোভম্যান পাওয়েলকে পাচ্ছে রাজস্থান। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সিরিজের দলে রাখা হয়নি তাঁকে।

রাজস্থান-কলকাতা ম্যাচে বৃষ্টির জয়, রাজস্থানকে খেলতে হবে এলিমিনেটর

আপনজন ডেস্ক: গুয়াহাটিতে বৃষ্টির কারণে পরিত্যক্ত হয়েছে রাজস্থান রয়্যালস ও কলকাতা নাইট রাইডার্সের ম্যাচটি। ফলে শীর্ষ দুইয়ে থেকে কলকাতার সঙ্গে লিগ শেষ করল সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। আইপিএলের প্লে অফে প্রথম কোয়ালিফায়ারে মুখোমুখি হবে এ দুটি দল। আগামী ২১ মে আহমেদাবাদে হবে ম্যাচটি, যেখানে জেতা দল সরাসরি চলে যাবে ২৬ মে হতে যাওয়া ফাইনালে।
আজ দিনের প্রথম ম্যাচে নিজেদের কাজটা করে রেখেছিল হায়দরাবাদ। পাঞ্জাব কিংসের বিপক্ষে তাদের ৪ উইকেটের জয়ে এটা নিশ্চিত হয়েছিল, শীর্ষ দুইয়ে যেতে কলকাতার বিপক্ষেই জিততেই হবে রাজস্থানকে। কিন্তু বৃষ্টির কারণে ম্যাচটি মাঠেই গড়াতে পারেনি। এ নিয়ে কলকাতার টানা দুটি ম্যাচ পরিত্যক্ত হলো। কোয়ালিফায়ারের আগে তাই সে অর্থে ম্যাচ অনুশীলনের সুযোগ পেল না দলটি।
পাঞ্জাবের বিপক্ষে জয়ের পর নেট রান রেটের সৌজন্যে রাজস্থানের (+০.২৭৩) চেয়ে এগিয়ে গিয়েছিল হায়দরাবাদ (+০.৪১৪)। ১৪ ম্যাচে তাদের পয়েন্ট ১৭। অন্যদিকে রাজস্থানের পয়েন্ট ছিল ১৬। ফলে পরিত্যক্ত ম্যাচে ১ পয়েন্ট পেলেও রানরেটে পিছিয়ে থাকায় তিনে থেকে লিগ পর্ব শেষ করল রাজস্থান। এলিমিনেটরে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর সঙ্গে খেলবে তারা, ২২ মের ম্যাচটি আহমেদাবাদে।
প্রথম ৯ ম্যাচে আটটিতে জেতা রাজস্থান পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে থেকেই লিগ শেষ করবে, একটা সময় মনে হচ্ছিল এমন। কিন্তু টানা চারটি হারে পিছিয়ে পড়তে থাকে তারা। প্লে-অফ নিশ্চিত হতেও সময় লাগে তাদের। শেষ পর্যন্ত তৃতীয় হয়ে প্রথম পর্ব শেষ করল আইপিএলের প্রথম চ্যাম্পিয়নরা।

দোসতিনায় কৃতি ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বজবজ

আপনজন: দোসতিনা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়সনের পক্ষে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক কৃতি ছাত্র ছাত্রীদের সংবর্ধনা ও গুণী জন সংবর্ধনা অনুষ্ঠান হল বিশালাক্ষীতলা মন্ডল ভিলায়। বজবজ এক ,দুই ও ফলতা ব্লকের মোট সতেরটা স্কুলের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক কেবলমাত্র সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপক ৪০ জন কৃতি ছাত্র ছাত্রীদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। এমনকি এই এলাকার ২ জন ছাত্র জয়েন্টে রাঙ্ক করা তাদের হাতেও মেমেন্টো, মানপত্র ও উপহার তুলে দেয় বিশিষ্ট এক ঝাঁক গুণীজন ।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাক্তার মোহনচন্দ্র সাধুঁখা, শিক্ষক মুজিবর রহমান,হরিপদ চালিতা, তুষার কান্তি মন্ডল,মানস নস্কর বিশিষ্ট সমাজসেবী মসিউর রহমান, রবিয়াল সেখ, শান্তি প্রিয় মন্ডল,সেলিম মোল্লা ,সংগঠনের সভাপতি মইনুদ্দিন মল্লিক, সম্পাদক আব্দুল মোল্লা ,আব্দুর রউপ মোল্লা, উত্তম পাল বিশ্বজিৎ জানা ,অশোক দাস,শ্রী কুমার মন্ডল,সব্যসাচী মন্ডল,রূপা মন্ডল সহ সমাজের এক ঝাঁক গুণীজন।
অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন মৌসুমী বুদুক জানা । সংগঠনের সভাপতি মইনুদ্দিন মল্লিক জানান যে আমরা সারা বছরই বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিভিন্ন কাজ কর্ম করে থাকি, কখনও রক্তদান শিবির, কিংবা বস্ত্র বিতরণ,দুঃস্থ ছাত্র ছাত্রীদের শিক্ষা সামগ্রী বিতরণ ও সুস্থ সংস্কৃতি টাকে ধরে রাখতে গ্রামীন খেলা ধুলার আয়োজন করা হয়। মানুষের মধ্যে উৎসাহ উন্মাদনা ছিল দেখার মতো।।

বিশ্বকাপের আগে প্রস্তুতি সিরিজ, নেই ওয়েস্ট ইন্ডিজ বা দক্ষিণ আফ্রিকার অধিনায়ক

আপনজন ডেস্ক: দুই দলের জন্যই এ সিরিজটি বিশ্বকাপের এক রকম প্রস্তুতি। তবে সে সিরিজে ওয়েস্ট ইন্ডিজ বা দক্ষিণ আফ্রিকা—কোনো দলই পাচ্ছে না পূর্ণশক্তির দল। থাকছেন না দল দুটির অধিনায়কও। দুজনই ব্যস্ত আইপিএলে। আগামী ২৩ মে জ্যামাইকার স্যাবাইনা পার্কে শুরু হবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ-দক্ষিণ আফ্রিকা তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ম্যাচ ২৫ ও ২৬ মে। এ সিরিজের জন্য আজ দল ঘোষণা করেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। রোভম্যান পাওয়েলের জায়গায় দলকে নেতৃত্ব দেবেন ব্র্যান্ডন কিং। এর আগে নেপাল সফরে ওয়েস্ট ইন্ডিজ 'এ' দলের নেতৃত্বে ছিলেন কিং, যদিও চোটের কারণে সফর শেষ করতে পারেননি।
অন্যদিকে নিয়মিত অধিনায়ক পাওয়েল রাজস্থান রয়্যালসের হয়ে এবারের আইপিএলে খেলছেন। আগামী ২২ মে এলিমিনেটর ম্যাচে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর মুখোমুখি হবে তারা। অধিনায়ক ছাড়াও বিশ্বকাপ দলের আন্দ্রে রাসেল (কলকাতা নাইট রাইডার্স), শিমরন হেটমায়ার (রাজস্থান রয়্যালস), আলজারি জোসেফ (রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু) ও শেরফান রাদারফোর্ডকে (কলকাতা) এ সিরিজে পাচ্ছে না ওয়েস্ট ইন্ডিজ। তাঁদের দল আইপিএলের প্লে অফে উঠেছে।
তাঁদের মধ্যে জোসেফ দলের সহ-অধিনায়ক, এখন তাঁর বদলে সে দায়িত্ব পালন করবেন রোস্টন চেজ।
অবশ্য উইন্ডিজ ক্রিকেট জানিয়েছে, দল ফাইনালে উঠতে না পারলে জোসেফ ও রাদারফোর্ড দলে যোগ দেবেন। তবে নিজেদের দল আগেই প্লে অফের দৌড় থেকে ছিটকে গেলেও দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে সিরিজে খেলবেন না নিকোলাস পুরান (লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টস) ও শাই হোপ (দিল্লি ক্যাপিটালস)। দুজনকেই বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে।
দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে এ সিরিজে দলে ডাকা হয়েছে ম্যাথু ফোর্ড ও কাইল মেয়ার্সকে। দুজনই বিশ্বকাপ দলে ডাক পাওয়ার কাছাকাছি একটা অবস্থানে ছিলেন। এখন সে টুর্নামেন্টে তাদের রিজার্ভ হিসেবে রাখা হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এ সিরিজে ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে টি-টোয়েন্টি অভিষেক হতে পারে আলোচিত পেসার শামার জোসেফের। বিশ্বকাপ দলে থাকা এ পেসার আইপিএলে খেলেছিলেন একটি ম্যাচ, সব মিলিয়ে স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে তিনি খেলেছেন তিনটি ম্যাচ।
এদিকে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে সিরিজের জন্য আগেই দল ঘোষণা করেছে দক্ষিণ আফ্রিকা। এইডেন মার্করামের জায়গায় অধিনায়কত্ব করবেন রেসি ফন ডার ডুসেন।
মার্করাম খেলছেন সানরাইজার্স হায়দরাবাদে। তাঁর মতো ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজে খেলবেন না মার্কো ইয়ানসেন ও হাইনরিখ ক্লাসেনও, দুজনই মার্করামের হায়দরাবাদ-সতীর্থও। এ ছাড়া বিশ্বকাপ দলে থাকলেও ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে খেলছেন না কেশব মহারাজ (রাজস্থান রয়্যালস), ডেভিড মিলার (গুজরাট টাইটানস) ও ট্রিস্টান স্টাবস (দিল্লি ক্যাপিটালস)। মিলার ও স্টাবসের দল অবশ্য প্লে অফে ওঠেনি।
ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও দক্ষিণ আফ্রিকার চেয়ে এ ক্ষেত্রে অবশ্য ভিন্ন পথেই হেঁটেছে ইংল্যান্ড। ২২ মে থেকে পাকিস্তানের বিপক্ষে চার ম্যাচের সিরিজ শুরু তাদের। সেটি খেলতে অধিনায়ক জস বাটলারসহ বিশ্বকাপ দলে থাকা যে সব খেলোয়াড় আইপিএলে ছিলেন, সবাই আরও আগেই চলে গেছেন। আর বাংলাদেশের মোস্তাফিজুর রহমান চেন্নাই সুপার কিংস ছেড়ে এসেছিলেন জিম্বাবুয়ে সিরিজেই।
দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল
ব্র্যান্ডন কিং (অধিনায়ক), রস্টন চেজ, অ্যালিক অ্যাথানাজ, জনসন চার্লস, আন্দ্রে ফ্লেচার, ম্যাথু ফোর্ড, জেসন হোল্ডার, আকিল হোসেইন, শামার জোসেফ, কাইল মেয়ার্স, ওবেদ ম্যাকয়, গুড়াকেশ মোতি, রোমারিও শেফার্ড, হেইডেন ওয়ালশ।

মেসির ছেলে বলে কথা—নাটমেগ করার পর ফাউলের শিকার, এরপরও গোল

আপনজন ডেস্ক: লিওনেল মেসি মাঠে নামলেই কিছু একটা করবেন। হয় গোল, নয়তো অসাধারণ কোনো অ্যাসিস্ট। যে ম্যাচে তিনি এর কোনোটিই করবেন না, সেই ম্যাচেও দুর্দান্ত ড্রিবলিং বা চোখে লেগে থাকার মতো ফ্রি-কিক অথবা অন্য যেকোনো জাদুকরি মুহূর্ত উপহার দেবেন।
লিওনেল মেসির ছেলে মাতেও যেন বাবার পথ ধরেই এগোচ্ছে। বল নিয়ে মাঠে নামলে কিছু না কিছু করবে সে। এই তো কিছুদিন আগে ইন্টার মায়ামির বয়সভিত্তিক দলের হয়ে দুর্দান্ত খেলে নজর কেড়েছিল মেসির মেজ ছেলে মাতেও। এবার ইন্টার মায়ামির মাঠে বল নিয়ে নেমে দেখাল আরেক জাদু।
মেসিকে রুখতে যেমন গলদঘর্ম হতে হয় ডিফেন্ডারকে, মাতেওর বেলায়ও তা-ই। মেসিকে আটকানো নিয়ে অনেকেই যেমন বলেন—কোনো উপায়ই জানা নেই, মাতেওকে রুখতেও হয়তো কোনো কৌশলই কাজে আসবে না।
৮ বছর বয়সেই মাতেও এমন একটি ঝলক দেখিয়েছে। তার চেয়ে বয়সে বড় এক শিশুর কাছ থেকে বল কেড়ে নিয়ে একজনকে নাটমেগ করে পোস্টের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল সে। তাকে আটকাতে একজন শুয়ে পড়ে পা ধরে ফেলে। কিন্তু এতেও আটকাতে পারেনি মাতেওকে। মাতেও উঠে দাঁড়িয়ে আবার বলের নিয়ন্ত্রণ নেয়। এরপর সে বল পাঠিয়ে দেয় জালে। মেসির ছেলে বলে কথা!

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক**।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**